Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা - ৩

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

﴿٢٥٣﴾ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ

২৫৩। তিলকার রুসুলু ফাদ্বদ্বালনা- বা'দ্বাহুম 'আলা-বা'দ্ব। মিন্হুম্ মান্ কাল্লামাল্লা-হু ওয়া রাফা'আ

(২৫৩) এই রাসূলগণ এমন যে, আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যাঁর সাথে আল্লাহ

بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ

বা'দ্বাহুম দারাজ্বা-ত ; ওয়া আ-তাইনা- 'ঈসাব্না মারইয়ামাল বাইয়্যিনা-তি ওয়া আইয়্যাদ্না-হু বিরূহিল

কথা বলেছেন এবং কাউকে উন্নীত করেছেন সুউচ্চ মর্যাদায়; আমি মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি এবং আমি তাকে

الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ

কুদুস ; ওয়া লাও শা—আল্লা-হু মাকৃতাতা লাল্লাযীনা মিম্ বা'দিহিম্ মিম্ বা'দি মা- জ্বা—আত্ হুমুল

রূহুলকুদুস (জিবরাঈল) দ্বারা সাহায্য করেছি। আল্লাহ তায়ালা যদি ইচ্ছা করতেন তবে এসব নবীর পরবর্তী উম্মতরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার

الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

বাইয়্যিনা-তু ওয়া লা-কিনিখ্ তালাফূ ফামিন্হুম্ মান আ-মানা ওয়া মিন্হুম্ মান কাফার ; ওয়া লাও শা—আল্লা-হু

পরও পরস্পরে লড়াই করত না; কিন্তু তাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হল। সুতরাং তাদের মধ্যে কতক ঈমান আনল আর কতক কুফরী করল; আল্লাহ

مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا

মাকৃতাতালূ ; ওয়া লা- কিন্নাল্লা-হা ইয়াফ'আলু মা- ইয়ুরীদ। ২৫৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ~আন্ফিকূ মিম্মা-

যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা পরস্পরে লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ তা-ই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। (২৫৪) হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে

رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَ

রাযাকৃনা-কুম মিন ক্বাবলি আই ইয়া'তিইয়া ইয়াওমুল্ লা-বাই'য়ুন ফীহি ওয়ালা- খুল্লাতুঁও ওয়ালা- শাফা-'আহ ; ওয়াল

যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ কর সেদিন আসার পূর্বেই, যেদিন কোন বেচা-কেনা চলবেনা, বন্ধুত্ব থাকবে না এবং কোন সুপারিশও চলবে না। আর

الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ

কা-ফিরূনা হুমুয্ যা-লিমূন। ২৫৫। আল্লা-হু লা~ইলা-হা ইল্লা- হুও, আল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা- তা'খুযুহূ সিনাতুঁও

কাফিররাই হল অত্যাচারী। (২৫৫) আল্লাহ এমন যে, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব এবং সংরক্ষণকারী। তাঁকে স্পর্শ

وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ

ওয়া লা-নাওম ; লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্ আরদ্ব ; মান্ যাল্লাযী ইয়াশ্ফা'উ 'ইন্দাহূ~

করতে পারে না, তন্দ্রা ও নিদ্রা। আসমানে ও যমিনে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই; এমন কে আছে যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ

পারা ৩ | রুকূ ৩৩ ১

○ টীকা (আঃ ২৫৫) ঃ আয়াতুল কুরছীর ফযীলত ঃ পবিত্র কুরআন মজীদের ৬৬৬৬ আয়াতের মধ্যে এ আয়াতটি (الله لا اله .... وهو العلى العظيم) সর্বাধিক ফযীলতময় ও গুরুত্বপূর্ণ। এ আয়াতটি হল আয়াতুল কুরছী। * যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরছী পাঠ করবে তার জন্য একমাত্র মওত ব্যতীত বেহেশতে প্রবেশ করার অন্য কোন বাধা থাকবে না। যথারীতি আয়াতুল কুরছী সে ব্যক্তিই পাঠ করে থাকে যে ব্যক্তি সৎ ও কল্যাণকামী এবং ইবাদাত গোজার। * যে ব্যক্তি শয়নকালে আয়াতুল কুরছী পাঠ করে আল্লাহ পাক তাকে, তার প্রতিবেশীকে ও তার প্রতিবেশীর প্রতিবেশীকে এবং তাদের আশে-পাশের সকল বসতি লোকদেরকে সহীহ সালামতে ও নিরাপদে রাখেন। * নিয়মিত আয়াতুর কুরছী পাঠ করলে জ্বিন-ভূতের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। (আজিঃ ছালেহীন)

إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ

ইল্লা- বিইযনিহ ; ইয়া'লামু মা- বাইনা আইদীহিম ওয়ামা- খালফাহুম, ওয়ালা- ইয়ুহীতূনা বিশাইইম মিন

করবে? তাদের সামনে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন এবং তারা তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না,

عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ

'ইলমিহী~ইল্লা- বিমা- শা—আ, ওয়া সি'আ কুরসিইয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব ; ওয়ালা- ইয়াউদুহূ

কিন্তু যে পরিমাণ তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর আসন গোটা আসমান ও যমিন পরিবেষ্টিত করে আছে। এ দু'টির (আসমান ও যমিন)

حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٦﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۙ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ

হিফ্যুহুমা, ওয়া হুওয়াল্ 'আলিইয়্যুল 'আযীম। ২৫৬। লা~ইক্রা-হা ফিদ্ দীনি ক্বাত্ তাবাইয়্যানার রুশ্দু

রক্ষণা-বেক্ষণ তাঁর জন্য কষ্টকর নয়। তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান। (২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সঠিক পথ

مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

মিনাল গাইয়্যি, ফামাইঁ ইয়াক্ফুর বিত্ত্বা-গূতি ওয়াইয়ু'মিম বিল্লা-হি ফাক্বাদিস্ তামসাকা বিল 'উরওয়াতিল

ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি শয়তানকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে সে এমন এক শক্ত

الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٧﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

উছ্ক্বা- লানফিস্বা-মা লাহা-; ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম। ২৫৭। আল্লা-হু ওয়ালিইয়্যুল্লাযীনা আ-মানূ

হাতল ধরল, যা কখনো ভাংগবার নয়; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২৫৭) আল্লাহ মুমিনদের বন্ধু। তিনি তাদেরকে (কুফরীর)

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ

ইয়ুখ্রিজুহুম মিনায্ যুলুমা-তি ইলান্ নূর ; ওয়াল্লাযীনা কাফারূ~আওলিয়া—উহুমুত্ত্বা-গূতু

অন্ধকার হতে বের করে আলোর (ইসলামের) দিকে নিয়ে আসেন। আর যারা কাফির তাদের বন্ধু শয়তান। এরা তাদেরকে

يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا

ইয়ুখরিজূনাহুম মিনান নূরি ইলাযযুলুমা-ত; উলা—ইকা আস্বহা-বুন্ না-র, হুম ফীহা-

আলো (ইসলাম) থেকে বের করে (কুফরীর) অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে অনন্তকাল

৩৪ ع ৪ ২ রুকূ

خَالِدُونَ ﴿٢٥٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ

খা-লিদূন। ২৫৮। আলাম্ তারা ইলাল্লাযী হ্বা—জ্জা ইব্রা-হীমা ফী রাব্বিহী~আন আ-তা-হুল্লা-হুল

থাকবে। (২৫৮) আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেননি, যে হযরত ইব্রাহীমের সাথে তার প্রভু সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল; যেহেতু আল্লাহ

✪ শানে নুযূল (আঃ ২৫৬) ঃ لا اكراه فى الدين – ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বন্ধ্যা স্ত্রীরা সন্তান প্রার্থনা করে বলত যে, যদি ছেলে পেলে হয়; তবে তা ইয়াহুদীদের হাতে সমর্পণ করব। এভাবে ইয়াহুদীদের বনু নযীর গোত্রের নিকট অনেক সন্তান জমা হয়ে যায়। অতঃপর মদীনাবাসীরা মুসলমান হয়ে গেলে বনূ নযীরদের নিকট হতে তাদের সন্তানদেরকে এনে মুসলমান করার ইচ্ছা করে। তখন তাদেরকে এর থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালাও এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাঃ ইবনে কাছীর)

الْمُلْكَ ۘ إِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّىَ الَّذِى يُحْىِ وَيُمِيتُ ۙ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِ

মুল্ক। ইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু রাব্বিইয়াল্লাযী ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ক্বা-লা আনা উহ্ঈ

তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বললেন, আমার প্রতিপালক এমন যে, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; সে (নমরুদ) বলল, আমিও

৭ ওয়াক্ফে লাযেম

وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرٰهِمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا

ওয়া উমীত ; ক্বা-লা ইব্রা-হীমু ফাইন্নাল্লা-হা ইয়া'তী বিশ্ শামসি মিনাল মাশ্রিক্বি ফা'তি বিহা-

জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সূর্যকে (দৈনিক) পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তাকে

مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ۝

মিনাল মাগরিবি ফাবুহিতাল্লাযী কাফার ; ওয়াল্লা-হু লা-ইয়াহ্দিল ক্বাওমায্ যা-লিমীন।

পশ্চিম দিক থেকে উদয় কর। তখন সে কাফির হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ তায়ালা জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

(২৫৯) أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنّٰى يُحْىِ

২৫৯। আও কাল্লাযী মাররা 'আলা- ক্বারইয়াতিওঁ ওয়া হিয়া খা-ওয়িয়াতুন 'আলা- 'উরূশিহা, ক্বা-লা আন্না- ইয়ুহ্য়ী

(২৫৯) বা আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেননি, যে ব্যক্তি এমন একটি জনপদ অতিক্রম করছিল যে, সেখানকার বাড়িঘরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলল,

هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ

হা-যিহিল্লা-হু বা'দা মাওতিহা-, ফা আমা-তাহুল্লা-হু মিআতা 'আ-মিন ছুম্মা বা'আছাহ ; ক্বা-লা কাম লাবিছ্তা ;

মৃত্যুর পর কিভাবে আল্লাহ তায়ালা একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে একশ' বছর মৃত রাখলেন। অতঃপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন।

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلٰى

ক্বা-লা লাবিছ্তু ইয়াওমান্ আও বা'দ্বা ইয়াওম ; ক্বা-লা 'বাল্ লাবিছ্তা মিআতা 'আ-মিন ফান্যুর ইলা-

আল্লাহ বললেন, তুমি এ অবস্থায় কতদিন ছিলে? সে বলল, আমি একদিন অথবা তার চেয়ে কিছু কম সময়। তিনি বললেন, না, বরং তুমি একশ' বছর এ অবস্থায়

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانْظُرْ إِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ

ত্বা'আ-মিকা ওয়াশারা-বিকা লাম ইয়াতাসান্নাহ, ওয়ান্যুর ইলা- হ্বিমা-রিকা ওয়া লিনাজ্'আলাকা আ-ইয়াতাল্ লিন্না-সি

কাটিয়েছ। তুমি তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকাও, সেগুলো নষ্ট হয়নি। আর তোমার গাধার প্রতি নজর কর, কারণ, আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন

وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ ۙ قَالَ

ওয়ান্যুর ইলাল 'ইজ়া-মি কাইফা নুন্শিযুহা- ছুম্মা নাক্সূহা- লাহ্মা- ; ফালাম্মা- তাবাইয়্যানা লাহূ ক্বা-লা

স্বরূপ বানাব। আর (গাধার) হাড্ডিগুলোর দিকে নজর কর, আমি এগুলোকে কিভাবে সংযোজন করি এবং তার উপর গোশত দিয়ে আবৃত করি। যখন তার নিকট এটা

أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (২৬০) وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ أَرِنِى

আ'লামু আন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। ২৬০। ওয়া ইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু রাব্বি আরিনী

সুস্পষ্ট হল, তখন সে বলল, আমি জানি নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (২৬০) যখন ইবরাহীম (আ) বললেন, হে আমার রব!

كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۖ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ

কাইফা তুহ্বয়িল মাওতা-; ক্বা-লা আওয়ালাম তু'মিন্ ; ক্বা-লা বালা- ওয়ালা-কিল্ লিইয়াত্বমাইন্না

কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর তা আমাকে দেখাও। আল্লাহ বললেন, তুমি কি এর প্রতি বিশ্বাস কর না? সে বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করি- তবে এটা দেখতে

قَلْبِيْ ۖ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ

ক্বালবী ; ক্বা-লা ফাখুয্ আরবা'আতাম মিনাত্ব ত্বাইরি ফাস্বুর্হুন্না ইলাইকা ছুম্মাজ্'আল 'আলা- কুল্লি

চাই শুধু আমার আত্মার তৃপ্তির জন্য। আল্লাহ বললেন, তুমি চারটি পাখী লও এবং সেগুলো পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর সেগুলোর এক

جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ

জ্বাবালিম্ মিনহুন্না জুয্আন্ ছুম্মাদ'উহুন্না ইয়া'তীনাকা সা'ইয়া- ; ওয়া'লাম আন্নাল্লা-হা 'আযীযুন

একটি টুকরা এক এক পাহাড়ে রেখে আস। অতঃপর সেগুলোকে ডাক, তারা তোমার নিকট ছুটে চলে আসবে। জেনে রাখ আল্লাহ

৩৫ ع ৩ রুকূ

حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

হ্বাকীম। ২৬১। মাছালুল্ লাযীনা ইয়ুন্ফিক্বূনা আমওয়া-লাহুম ফী সাবীলিল্লা-হি কামাছালি হ্বাব্বাতিন

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৬১) যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হল একটি শস্য বীজের মত,

اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ

আম্বাতাত সাব'আ সানা-বিলা ফী কুল্লি সুম্বুলাতিম্ মিআতু হ্বাব্বাহ ; ওয়াল্লা-হু ইয়ুদ্বা-'ইফু লিমাই ইয়াশা—উ;

যা সাতটি শীষ জন্ম দেয়। প্রতিটি শীষে একশটি শস্য দানা হয়। আর আল্লাহ যাকে চান বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ

ওয়াল্লা-হু ওয়া-সি'উন 'আলীম। ২৬২। আল্লাযীনা ইয়ুন্ফিক্বূনা আমওয়া-লাহুম ফী সাবীলিল্লা-হি ছুম্মা লা-ইয়ুত্বি'উনা

আল্লাহ প্রশস্ততা দানকারী, সর্বজ্ঞ। (২৬২) যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা বলে

مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

মা~আনফাক্বূ মান্নাওঁ ওয়ালা ~আযাল্ লাহুম আজ্বরুহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম, ওয়ালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম

বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে প্রতিদান (সওয়াব) এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা

يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ

ইয়াহ্বযানূন। ২৬৩। ক্বাওলুম মা'রূফুওঁ ওয়া মাগ্ফিরাতুন খাইরুম্ মিন স্বাদাক্বাতিইঁ ইয়াতবা'উহা~আযা- ;

চিন্তিতও হবে না। (২৬৩) সুন্দর কথা বলে দেয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন সে দান অপেক্ষা উত্তম যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয়।

وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ

ওয়াল্লা-হু গানিইয়্যুন হ্বালীম। ২৬৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা—তুব্ত্বিলূ স্বাদাক্বা-তিকুম্ বিল মান্নি

আল্লাহ মহাবিত্তশালী ও ধৈর্যশীল। (২৬৪) হে মুমিনগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে

وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

ওয়াল আযা- কাল্লাযী ইয়ুন্‌ফিকু মা- লাহূ রিআ—আন্ না-সি ওয়ালা- ইয়ু'মিনু বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল

সে ব্যক্তির মত নষ্ট কর না, যে শুধু মানুষদেরকে দেখানোর জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি

الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ

আ-খির ; ফামাছালুহূ কামাছালি স্বাফ্‌ওয়া-নিন 'আলাইহি তুরা-বুন ফাআস্বা-বাহূ ওয়া-বিলুন্ ফাতারাকাহূ স্বালদা- ;

বিশ্বাস রাখে না, তার দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত, যার উপর কিছু মাটি পড়ে আছে। অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হল,

لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

লা- ইয়াক্বদিরূনা 'আলা- শাইইম মিম্মা- কাসাবূ ; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াহ্‌দিল ক্বাওমাল কা-ফিরীন।

অতঃপর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা যা উপার্জন করেছে কিছুই হস্তগত হবে না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ ۝٢٦٥

২৬৫। ওয়া মাছালুল্ লাযীনা ইয়ুনফিকূনা আমওয়া-লাহুমুব্‌তিগা—আ মারদ্বা-তিল্লা-হি ওয়াতাছ্‌বীতাম্ মিন

(২৬৫) আর যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নিজ আত্মাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হল,

اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ

আন্‌ফুসিহিম কামাছালি জ্বান্নাতিম্ বিরাব্‌ওয়াতিন্ আস্বা-বাহা- ওয়া-বিলুন্ ফাআ-তাত্ উকুলাহা- দ্বি'ফাইন, ফাইল্লাম

কোন উঁচু জায়গায় একটি বাগান, যাতে প্রবল বৃষ্টি হল, ফলে সে বাগান দ্বিগুণ ফলমূল দান করে। আর যদি প্রবল বৃষ্টি নাও

يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٢٦٦ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ

ইয়ুস্বিব্‌হা- ওয়া-বিলুন্ ফাত্বাল্‌ল ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর। ২৬৬। আইয়াওয়াদ্দু আহ্বাদুকুম আন্ তাকূনা

হয়, তবে হালকা বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ সব কিছু ভালভাবে দেখেন। (২৬৬) তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করে যে,

لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ

লাহূ জ্বান্নাতুম্ মিন নাখীলিওঁ ওয়া আ'না-বিন তাজ্‌রী মিন তাহ্‌তিহাল আনহা-রু লাহূ ফীহা- মিন কুল্লিছ্

তার খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান হবে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত এবং সে বাগানে সব ধরনের ফলমূল থাকবে এবং সে

الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ

ছামারা-তি ওয়া আস্বা-বাহুল কিবারু ওয়া লাহূ যুররিইয়্যাতুন দ্বু'আফা—উ, ফাআস্বা-বাহা~ই'স্বারুন ফীহি

বার্ধক্যে উপনীত হবে এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল (আয় করতে অক্ষম), অতঃপর সে বাগানে একটি ঘূর্ণিঝড় আপতিত হবে যাতে

✪ টীকা (আঃ ২৬৫) ঃ প্রবল বৃষ্টি বলতে প্রচুর দান এবং হাল্কা বৃষ্টি বলতে সামান্য দান বুঝান হয়েছে। ফলকথা, জমি উর্বর হলে যেমন কোন অবস্থাতেই শস্য নষ্ট হয় না তদ্রূপ এখলাছ থাকলে অর্থাৎ, লোক দেখানো উদ্দেশ্য না থাকলে দান নষ্ট হয় না। (মুঃ কোঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ২৬৬) ঃ যারা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান করে কিংবা দান করে দানের খোটা বা অনুযোগ দিয়ে প্রার্থীর মনে কষ্ট দেয়, তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি যৌবনকালে বাগান রচনা করেছে বার্ধক্যে ভোগ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফল খাওয়ার সময় আসলে দেখা গেল, বাগান জ্বলে ভস্মিভূত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, উপরোক্তরূপ দাতাও দানের ফল আখেরাতে ভোগ করবে বলে আশায় রয়েছে। কিন্তু নিয়ত ভাল না থাকায় তার দানের সওয়াব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আখেরাতে ফল ভোগ করার সময় কিছুই পাবে না। (মুঃ কোঃ)

৩৬ ع ৪ রুকূ

نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

না-রুন ফাহ্‌তারাক্বাত ; কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল আ-ইয়া-তি লা'আল্লাকুম তাতাফাক্কারূন।

আগুন রয়েছে, ফলে বাগানটি জ্বলে যাবে? এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পার।

٢٦٧ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ

২৬৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ আন্‌ফিকু মিন ত্বাইয়্যিবা-তি মা-কাসাবতুম ওয়া মিম্মা~ আখ্‌রাজ্‌না- লাকুম

(২৬৭) হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি তোমাদের জন্য যমীন থেকে যা উৎপন্ন করি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট

مِّنَ الْاَرْضِ ۠ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ

মিনাল আরদ্বি, ওয়া লা- তাইয়াম্মামুল খাবীছা মিন্‌হু তুন্‌ফিকূনা ওয়া লাস্‌তুম বিআ-খিযীহি ইল্লা~

তা ব্যয় কর। আর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয়ের সংকল্প কর না। অথচ তোমরা তা কখনো গ্রহণ করবে না, চোখ বন্ধ করা

اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ٢٦٨ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

আন তুগমিদ্বূ ফীহ ; ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা গানিইয়্যুন হ্বামীদ। ২৬৮। আশ্ শাইত্বা-নু ইয়া'ইদুকুমুল ফাক্বরা

ব্যতীত। আর জেনে রাখ, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং

وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

ওয়া ইয়া'মুরুকুম বিল ফাহশা—ই, ওয়াল্লা-হু ইয়া'ইদুকুম মাগফিরাতাম্ মিনহু ওয়া ফাদ্বলা- ; ওয়াল্লা-হু ওয়া-সি'উন 'আলীম।

অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٢٦٩ يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ

২৬৯। ইয়ু'তিল হ্বিক্‌মাতা মাইঁ ইয়াশা—উ, ওয়া মাইঁ ইয়ু'তাল হ্বিকমাতা ফাক্বাদ উতিয়া খাইরান কাছীরা-;

(২৬৯) আল্লাহ যাকে চান তাকে হিকমত দান করেন আর যাকে হিকমত প্রদান করা হল তাকে অশেষ কল্যাণ দান করা হল।

وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ٢٧٠ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ

ওয়া মা- ইয়ায্‌যাক্‌কারু ইল্লা~উলুল আলবা-ব। ২৭০। ওয়া মা~আন্‌ফাক্বতুম্ মিন্ নাফাক্বাতিন্ আও নাযার্‌তুম্ মিন্

এবং জ্ঞানীগণ ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। (২৭০) আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর অথবা মানত কর

نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ٢٧١ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ

নাযরিন্ ফাইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামুহ ; ওয়া মা- লিয্‌ যা-লিমীনা মিন্ আনস্বা-র। ২৭১। ইন্ তুব্‌দুস্ স্বাদাক্বা-তি

নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয় অবগত আছেন। আর জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তা উত্তম, আর

فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ

ফা নি'ইম্মা- হিয়, ওয়া ইন তুখ্‌ফূহা- ওয়া তু'তূহাল ফুক্বারা—আ ফাহুওয়া খাইরুল্লাকুম; ওয়া ইয়ুকাফ্‌ফিরু 'আনকুম

যদি তা গোপনে দান কর এবং দরিদ্রদের দাও; তবে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম। আল্লাহ (এর দ্বারা) মিটিয়ে দিবেন তোমাদের

مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ

মিন্ সাইয়্যিআ-তিকুম ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর। ২৭২। লাইসা 'আলাইকা হুদা-হুম ওয়া লা-কিন্নাল্লা-হা

কিছু গুনাহ। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন। (২৭২) তাদের হিদায়াতের দায়িত্ব আপনার উপর নয় বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন

يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ

ইয়াহদী মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়া মা- তুন্ফিকূ মিন খাইর্রিন ফালিআন্ফুসিকুম ; ওয়া মা- তুন্ফিকূনা ইল্লাব্তিগা—আ

তাকে হিদায়াত দান করেন। আর তোমরা উত্তম বস্তু থেকে যা কিছু ব্যয় কর তা তোমাদের নিজের জন্যই। আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যয়

وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَآءِ

ওয়াজ্হিল্লা-হ্ ; ওয়া মা- তুনফিকূ মিন খাইরিইঁ ইয়ুওয়াফ্ফা ইলাইকুম ওয়া আন্তুম লা-তুয্লামূন। ২৭৩। লিল্ ফুক্বারা—ইল্

কর না। আর উত্তম বস্তু হতে যা তোমরা ব্যয় করবে তার সওয়াব পুরাপুরি তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (২৭৩) দান প্রকৃত

الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

লাযীনা উহ্স্বিরূ ফী সাবীলিল্লা-হি লা-ইয়াস্তাত্বী'ঊনা দ্বারবান ফিল্ আরদ্বি ইয়াহ্সাবুহুমুল

সে সব অভাবীদের জন্য, যারা নিজেদেরকে আবদ্ধ করেছে আল্লাহর পথে যারা দেশময় (জীবিকা উপার্জনের জন্য) ঘুরাফিরা করতে সক্ষম হয় না, আর কারো কাছে ◔ এক চতুর্থাংশ

الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۗ

জ্বা-হিলু আগ্নিইয়া—আ মিনাত্ তা'আফ্ফুফ, তা'রিফুহুম বিসীমা-হুম, লা-ইয়াস্আলূনান্ না-সা ইলহ্বা-ফা,

কিছু না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী মনে করে। অবশ্য আপনি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবেন। তারা মানুষদেরকে আকড়িয়ে ধরে কিছু চায় না।

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ

ওয়া মা- তুন্ফিকূ মিন খাইরিন ফাইন্নাল্লা-হা বিহী 'আলীম। ২৭৪। আল্লাযীনা ইয়ুন্ফিকূনা আমওয়া-লাহুম বিল্ লাইলি রুকু ৫ ৩৭

আর তোমরা উত্তম বস্তু থেকে যা ব্যয় কর, আল্লাহ অবশ্য সে সম্পর্কে অবগত আছেন। (২৭৪) যারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয়

وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

ওয়ান্নাহা-রি সিররাওঁ ওয়া 'আলা-নিইয়াতান ফালাহুম আজ্‌রুহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম, ওয়া লা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়া লা-হুম

করে রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে, তাদের জন্য রয়েছে সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই

يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٤﴾ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ

ইয়াহ্যানূন। ২৭৫। আল্লাযীনা ইয়া'কুলূনার্ রিবা- লা-ইয়াকূমূনা ইল্লা- কামা-ইয়াকূমুল্ লাযী

এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (২৭৫) যারা সুদ গ্রহণ করে, তারা (কিয়ামতে) সে ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে, যাকে

ওয়াক্বফে মুত্বলাক্ব

◔ টীকা (আঃ ২৭৩) ঃ রাসূলে কারীম (সা) যখন হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় গেলেন, তখন কতক মুসলমান দ্বীনি তা'লীমের উদ্দেশ্যে আর কতক মুসলমান কাফেরদের ভয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হন। তারা নিঃসম্বল নিরাশ্রয় অবস্থায় "মসজিদে নববী" অর্থাৎ রাসূলের তৈরী মদীনার মসজিদে অবস্থান করতেন এবং মদীনার আনছার সমাজের দান খয়রাতের উপর তাদের দিনগুজরান হত। তারা পরদেশী ছিলেন বলে অন্নবস্ত্রের অসহনীয় কষ্ট ছিল। কিন্তু তারা কারো কাছে মুখ ফুটিয়ে কিছু চাইতেন না। তারাই "আছহাবে ছুফ্ফাহ" নামে অভিহিত। ছুফ্ফা অর্থ- "চবুতরা" (চাতাল)। তাদের জন্য মসজিদে নববীর একদিকে কাঁচা চবুতরার ন্যায় তৈরী করে খেজুরের পাতা দ্বারা ছায়াযুক্ত করে দেয়া হয়। এতেই তারা উঠা-বসা করতেন।

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ

ইয়াতাখাব্বাতুহুশ্ শাইত্বা-নু মিনাল মাস্‌স; যা-লিকা বিআন্নাহুম ক্বা-লূ~ইন্নামাল বাই'উ মিছ্‌লুর্ রিবা-,

শয়তান স্পর্শ (আসর) করার দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। কারণ, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই।

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۭ فَمَنْ جَاۗءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى

ওয়া আহ্বাল্লাল্লা-হুল বাই'আ ওয়া হ্বার্‌রামার্ রিবা; ফামান জ্বা—আহূ মাও'ইয়াতুম্ মির্ রাব্বিহী ফান্তাহা-

অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল ও সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে অনন্তর সে বিরত রয়েছে,

فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۭ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا

ফালাহূ মা-সালাফ ; ওয়া আমরুহূ~ইলাল্লা-হ্; ওয়া মান 'আ-দা ফাউলা—ইকা আস্বহা-বুন্ না-র; হুম ফীহা-

তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার, এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ন্যস্ত। আর যারা তা পুনরায় করবে, তারাই জাহান্নামী হবে,

خٰلِدُوْنَ ۝ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

খা-লিদূন। ২৭৬। ইয়াম্‌হ্বাকুল্লা-হুর্ রিবা- ওয়া ইয়ুর্‌বিস্ব স্বাদাক্বা-ত ; ওয়াল্লা-হু লা-ইয়ুহ্বিব্বু কুল্লা-

সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (২৭৬) আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সাদকাকে বৃদ্ধি করেন; আর আল্লাহ ভালবাসেন না

كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا

কাফ্‌ফা-রিন আছীম। ২৭৭। ইন্নাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ওয়া আক্বা-মুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তাউয

কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (২৭৭) যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, সালাত কায়েম করেছে এবং

الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

যাকা-তা লাহুম আজ্‌রুহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম, ওয়ালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্‌যানূন।

যাকাত আদায় করেছে তাদের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে; তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ

২৭৮। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুত্‌তাকুল্লা-হা ওয়া যারূ মা- বাক্বিয়া মিনার রিবা~ইন কুন্তুম

(২৭৮) হে ঈমানদারগণ। আল্লাহকে ভয় কর। আর সুদের যা বকেয়া রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার

مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ

মু'মিনীন। ২৭৯। ফাইল্‌লাম তাফ'আলূ ফা'যানূ বিহার্‌বিম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহ্, ওয়া ইন্ তুব্‌তুম

হও। (২৭৯) যদি তোমরা ছেড়ে না দাও, তবে তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে

فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ

ফালাকুম রুঊসু আমওয়া-লিকুম, লা- তাম্বলিমূনা ওয়ালা-তুম্বলামূন। ২৮০। ওয়া ইন্ কা-না যূ 'উস্‌রাতিন্

তোমাদের মূলধন তোমরা পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি জুলুম কর না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। (২৮০) আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে

فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوْا

ফানাযিরাতুন ইলা- মাইসারাহ ; ওয়া আন্ তাস্বাদ্দাকূ খাইরুল্লাকুম ইন কুন্তুম তা'লামূন। ২৮১। ওয়াত্তাকূ

সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সুযোগ দেয়া উচিত। আর যদি তাদের মাফ করে দাও তবে তা তোমার জন্য উত্তম। যদি তোমরা জানতে পারতে। (২৮১) আর সে দিনকে ভয়

يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۟ ع ৩৮ ৮ ৬ রুকূ

ইয়াওমান্ তুরজা'ঊনা ফীহি ইলাল্লা-হ; ছুম্মা তুওয়াফ্ফা- কুল্লু নাফসিম্ মা- কাসাবাত ওয়া হুম লা- ই'য়ুযলামূন।

কর যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পুরাপুরি বিনিময় প্রদান করা হবে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।

﴿٢٨١﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ

২৮২। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আমানূ~ইযা- তাদা-ইয়ান্তুম বিদাইনিন ইলা~আজালিম মুসাম্মান্ ফাক্তুবূহ ;

(২৮২) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা একে অপরের সাথে ঋণের নির্ধারিত সময়ের জন্য লেনদেন কর তখন তা লিখে রাখ।

وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ

ওয়াল্ ইয়াকতুব্ বাইনাকুম কা-তিবুম্ বিল 'আদলি ওয়া লা- ইয়া'বা কা-তিবুন আইঁ ইয়াক্তুবা কামা- 'আল্লামাহু ল্লা-হু

তোমাদের মধ্যে লেখক যেন যথাযথভাবে লিখে দেয়। আর লেখক যেন লিখে দিতে অস্বীকার না করে। যেরূপ আল্লাহ তাকে (লিখা) শিক্ষা

فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ

ফালইয়াকতুব্, ওয়াল্ ইয়ুম্লিলিল্লাযী 'আলাইহিল হাক্কু ওয়াল ইয়াত্তাকিল্লা-হা রাব্বাহূ ওয়া লা- ইয়াব্খাস

দিয়েছেন, তার উচিত সে যেন লিখে দেয়। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং সে যেন তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে এবং

مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ

মিনহু শাইআ ; ফাইন্ কা-নাল্লাযী 'আলাইহিল হাক্কু সাফীহান আও দ্বা'ঈফান আও লা- ইয়াস্তাত্বী'উ আইঁ

সে যেন তা থেকে বিন্দুমাত্রও না কমায়। ঋণগ্রহীতা যদি বোকা অথবা, দুর্বল অথবা, লিখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়,

يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ

ইয়ুমিল্লা হুওয়া ফালইয়ুমলিল্ ওয়া লিইয়্যুহূ বিল 'আদল ; ওয়াস্তাশ্হিদূ শাহীদাইনি মির রিজা-লিকুম,

তখন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে তা লিখাবে। আর পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী রাখবে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়,

فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ

ফাইল্ লাম ইয়াকূনা- রাজুলাইনি ফারাজুলুঁও ওয়াম্‌রাআতা-নি মিম্‌মান তারদ্বাওনা মিনাশ্ শুহাদা—ই আন্ তাদ্বিল্লা

তবে একজন পুরুষ এবং দু'জন স্ত্রীলোক। ঐ সাক্ষীদের মধ্য হতে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর। স্ত্রীলোকের মধ্যে

اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ

ইহ্দা-হুমা ফাতুযাক্কিরা ইহ্দা-হুমাল উখরা ; ওয়ালা- ইয়া'বাশ্ শুহাদা—উ ইযা- মা- দু'উ ;

কোন একজন ভুলে গেলে; অন্যজন তা স্মরণ করিয়ে দিবে এবং স্বাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে।

وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ

ওয়া লা- তাস্‌আমূ~আন্ তাক্‌তুবূহু স্বাগীরান্ আও কাবীরান ইলা~আজ্বালিহ্ ; যা-লিকুম আক্বসাত্বু

(লেনদেন) ছোট হোক বা বড় হোক, তার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তা লিখতে অলসতা কর না। আল্লাহর নিকট এটা অতি ন্যায়

عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

'ইন্দাল্লা-হি ওয়া আক্বওয়ামু লিশ্‌শাহা-দাতি ওয়া আদনা~আল্লা- তারতাবূ~ইল্লা~আন তাকূনা তিজ্বা-রাতান হ্বা-দ্বিরাতান

সংগত এবং সাক্ষ্যের জন্য দৃঢ়তর এবং পারস্পরিক সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকার এটাই ন্যূনতম পথ। কিন্তু যদি কারবার নগদ

تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا

তুদীরূনাহা- বাইনাকুম ফালাইসা 'আলাইকুম জুনা-হুন আল্লা-. তাকতুবূহা ; ওয়া আশহিদূ~ইযা-

হয় পরস্পরে হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তোমরা পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখবে

تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۬ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ

তাবা-ইয়া'তুম, ওয়া লা- ইয়ুদ্বা—র্‌রা কা-তিবুঁও ওয়া লা- শাহীদ ; ওয়া ইন্ তাফ'আলূ ফাইন্নাহূ ফুসুকুম্ বিকুম ;

এবং ক্ষতিগ্রস্ত কর না কোন লিখককে এবং সাক্ষীকে। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের জন্য অবশ্যই পাপ হবে।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ

ওয়াত্তাকুল্লা-হ ; ওয়াইয়ু'আল্লিমুকুমুল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু বিকুল্লি শাইইন 'আলীম। ২৮৩। ওয়া ইন কুন্তুম 'আলা- সাফারিঁও

আর আল্লাহকে ভয় কর। তিনিই তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জানেন। (২৮৩) আর যদি তোমরা সফরে থাক

وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى

ওয়া লাম তাজ্বিদূ কা-তিবান্ ফারিহা-নুম্ মাক্ববূদ্বাহ ; ফাইন আমিনা বা'দ্বুকুম বা'দ্বান ফাল্ ইয়ুআদ্দিল্ লাযী'

এবং সেখানে কোন লেখক না পাও; তবে বন্ধকী বস্তু নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত, যদি একে অন্যকে বিশ্বাস কর। তবে যাকে বিশ্বাস করা হয় তার

اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا

তুমিনা আমা-নাতাহূ ওয়াল্ ইয়াত্‌তাক্বিল্লা-হা রাব্বাহ ; ওয়া লা-তাক্‌তুমুশ্ শাহা-দাহ ; ওয়া মাইঁ ইয়াক্‌তুমহা-

উচিত, সে যেন আমানত ফেরৎ দেয় এবং স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না। যে ব্যক্তি তা

৩৯ ع ২ ৭ রুকূ

فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى

ফাইন্নাহূ~আ-ছিমুন ক্বালবুহ ; ওয়াল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা 'আলীম। ২৮৪। লিল্লা-হি মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফিল

গোপন করবে তার অন্তর হবে পাপপূর্ণ। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। (২৮৪) আসমানে এবং যমিনে যা কিছু

○ টীকা (আঃ ২৮৩) ঃ এ আয়াত থেকে এ বিধান নির্গত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হবে তাকে ঋণ আদায়ের জন্যে যথেষ্ট সময় দেয়ার জন্যে ইসলামী আদালত ঋণ দাতাকে বাধ্য করবে। কোন কোন অবস্থায় আদালত সম্পূর্ণ ঋণ কিংবা তার অংশবিশেষ একেবারে মাফ করে দেয়ারও অধিকারী হবে। ফিকহবিদগণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন– ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবারের পাত্র, পরণের কাপড় এবং যেসব হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সে জীবিকা উপার্জন করে, কোন অবস্থাতেই তা ক্রোক করা যাবে না। ○ টীকা (আঃ ২৮৩) ঃ এ প্রকারের কর্জকে কর্জদাতার 'আমানত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কর্জদাতা কর্জ গ্রহীতার প্রতি আস্থা স্থাপন করেই যখন কর্জ দিয়েছে, তদবস্থায় তা যেন তার কাছে আমানতই রাখা হয়েছে।

الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ

আরদ্ব ; ওয়া ইন তুব্দূ মা-ফী~আন্ফুসিকুম আও তুখ্ফূহু ইয়ুহ্বা-সিব্কুম বিহিল্লা-হ ;

আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা যদি প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে তার

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ফাইয়াগ্ফিরু লিমাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইয়ু'আয্যিবু মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।

হিসাব নিবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

২৮৫। আ-মানার্ রাসূলু বিমা~উন্যিলা ইলাইহি মির্ রাব্বিহী ওয়াল্ মু'মিনূন ; কুল্লুন আ-মানা বিল্লা-হি

(২৮৫) রাসূল বিশ্বাস রাখেন তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর। আর মুমিনগণও সকলেই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি এবং

وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا

ওয়া মালা—ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহ; লা-নুফার্রিক্ বাইনা আহ্বাদিম্ মির রুসুলিহ ; ওয়া ক্বা-লূ

তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। এ মর্মে যে, আমরা রাসূলগণের মধ্যে কাউকে পার্থক্য করি না এবং তারা বলে

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا

সামি'না- ওয়া আত্বা'না, গুফ্রা-নাকা রাব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাস্বীর। ২৮৬। লা-ইয়ুকাল্লিফুল্লা-হু নাফ্সান

আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৮৬) আল্লাহ কাউকে

اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ

ইল্লা- উস্'আহা-; লাহা- মা- কাসাবাত ওয়া 'আলাইহা- মাকতাসাবাত ; রাব্বানা- লা-তুআ-খিয্না~ইন্ নাসীনা~

তার সাধ্যাতীত আদেশ চাপিয়ে দেন না। সে যা কিছুই উপার্জন করবে তা তারই; এবং সে যা কিছু মন্দ উপার্জন করবে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের প্রতিপালক!

اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ

আও আখ্ত্বা'না- রাব্বানা- ওয়ালা- তাহ্মিল 'আলাইনা~ইস্বরান কামা- হ্মাল্তাহূ 'আলাল্ লাযীনা মিন ক্বাব্লিনা-,

যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি; তুমি আমাদেরকে পাকড়াও কর না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন বোঝা অর্পণ কর না যেমন অর্পণ করেছিলে

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟

রাব্বানা- ওয়া লা- তুহ্মাম্মিলনা- মা-লা- ত্বা-ক্বাতা লানা- বিহ্, ওয়া'ফু 'আন্না-; ওয়াগ্ফিরলানা-;

আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব ভার দিও না, যে ভার বইতে শক্তি আমাদের নেই। আমাদের অপরাধ মার্জনা

وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ع

ওয়ার্হামনা-; আন্তা মাওলা-না- ফানস্বুর্না- 'আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।

কর এবং আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের বন্ধু। সুতরাং তুমি আমাদের কাফির সম্প্রদায়ের উপর জয়যুক্ত কর।

৪০ ع ৮ রুকূ

সূরা আ-লে 'ইমরান
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২০০
রুকূ ঃ ২০

الٓمّٓ ﴿١﴾ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

১। আলিফ লা—ম মী—ম। ২। আল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হ্বাইয়্যুল ক্বাইয়্যূম। ৩। নায্‌যালা 'আলাইকাল কিতা-বা

(১) আলিফ, লা-ম, মী-ম। (২) আল্লাহ তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। (৩) তিনি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব (কুরআন)

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤﴾ مِنْ قَبْلُ

বিল হ্বাক্বক্বি মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি ওয়া আন্‌যালাত তাওরা-তা ওয়াল ইনজীল। ৪। মিন ক্বাবলু

অবতীর্ণ করেছেন যা সত্যায়নকারী তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের এবং তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত এবং ইনজীল, (৪) এ কিতাবের পূর্বে

هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ

হুদাল্ লিন্না-সি ওয়া আন্‌যালাল ফুরক্বা-ন ; ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি লাহুম

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য; তিনি ফোরকান (সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ

عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ

'আযা-বুন শাদীদ ; ওয়াল্লা-হু 'আযীযুন্ যুন্‌তিক্বা-ম। ৫। ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াখফা- 'আলাইহি শাইউন

অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫) নিশ্চয় আসমান ও

فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۗ

ফিল আরদ্বি ওয়া লা- ফিস সামা—ই। ৬। হুওয়াল্ লাযী ইয়ুস্বাওয়িরুকুম ফিল আর্‌হা-মি কাইফা ইয়াশা—উ ;

যমিনের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়। (৬) তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٧﴾ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ

লা ~ ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল 'আযীযুল হ্বাকীম। ৭। হুওয়াল্লাযী ~ আন্‌যালা 'আলাইকাল কিতা-বা মিনহু

তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (৭) তিনিই আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ

আ-ইয়া-তুম্ মুহ্‌কামা-তুন হুন্না উম্মুল কিতা-বি ওয়া উখারু মুতাশা-বিহা-ত ; ফাআম্মাল্ লাযীনা ফী কুলূবিহিম

যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট ঃ সেগুলোই কিতাবের মৌল বিষয়। আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ অর্থাৎ তার অর্থ জ্ঞাত নয়। সুতরাং যাদের অন্তরে

✿ টীকা (আঃ ৭) ঃ ربنا لاتزغ قلوبنا..... – আসমা বিনতে ইয়াযীদ বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহকে (স) জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্তরে কি পরিবর্তন হয়? তিনি বললেন, হাঁ, প্রত্যেক মানুষের অন্তর আল্লাহ তায়ালার দু'টি কুদরতী অংগুলির মধ্যে বিদ্যমান। তিনি ইচ্ছা করলে উহা স্থির রাখেন আর ইচ্ছা করলে উহা পরিবর্তন করে দেন। আর আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ! একবার যখন আমাদেরকে হিদায়াতের আলো দান করেছ, এরপর আমাদের অন্তর আর সত্য বিমুখ কর না। আমরা তোমার দয়া প্রার্থনা করি। তুমি যে পরম দাতা। (তাঃ ইবনে কাছীর)

زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ

যাইগুন্ ফাইয়াত্তাবি'ঊনা মা- তাশা-বাহা মিনহুব্ তিগা—আল ফিত্‌নাতি ওয়াব্‌তিগা—আ তা'বীলিহ, ওয়া মা- ইয়া'লামু

বক্রতা আছে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি এবং ভুল ব্যাখ্যা সন্ধানের উদ্দেশ্যে অস্পষ্ট আয়াতসমূহের অনুসরণ করে। অথচ তার ব্যাখ্যা

تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ

তা'বীলাহূ~ইল্লাল্লা-হ। ওয়ার্ রা-সিখূনা ফিল 'ইলমি ইয়াকূলূনা আ-মান্না- বিহী কুল্‌লুম্ মিন

আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর যারা (ধর্মীয়) জ্ঞানে পরিপক্ক তারা বলে, আমরা এর উপরে ঈমান এনেছি। এসবই আমাদের

عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٨﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ

'ইন্দি রাব্বিনা-, ওয়া মা- ইয়ায্‌যাক্কারু ইল্লা~উলুল আল্‌বা-ব। ৮। রাব্বানা- লা- তুযিগ্ কুলূবানা- বা'দা

প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত। আর জ্ঞানীগণ ছাড়া অন্য কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। (৮) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের হিদায়াত দানের পর

إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٩﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ

ইয্ হাদাইতানা- ওয়া হাব্‌লানা- মিল্লাদুনকা রাহ্‌মাহ, ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্‌হা-ব। ৯। রাব্বানা~ইন্নাকা

আমাদের অন্তরসমূহে বক্রতা সৃষ্টি কর না এবং আমাদের উপর তোমার তরফ থেকে রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমি মহা দাতা। (৯) হে আমাদের প্রতিপালক!

جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ

জ্বা-মি'উন্ না-সি লিইয়াওমিল লা-রাইবা ফীহ ; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুখ্‌লিফুল মী'আ-দ। ১০। ইন্নাল্ লাযীনা

নিশ্চয়ই তুমি সকল মানুষকে একদিন একত্রিত করবে, যাতে কোন সন্দেহ নেই (হাশরের দিন)। নিশ্চয় আল্লাহ ভংগ করেন না অঙ্গীকার, (১০) যারা কুফরী

كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ

কাফারূ লান্ তুগ্‌নিয়া 'আনহুম আম্‌ওয়া-লুহুম ওয়া লা~আওলা-দুহুম্ মিনাল্লা-হি শাইআ- ; ওয়া উলা—ইকা হুম

করে তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই উপকারে আসবে না আল্লাহর নিকট এবং তারাই হবে

وَقُودُ النَّارِ ﴿١١﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

ওয়া কূদুন্ না-র। ১১। কাদা'বি আ-লি ফির'আওনা ওয়াল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম ; কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-,

জাহান্নামের ইন্ধন। (১১) এদের স্বভাব ফেরআউন বংশধর এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায়। তারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٢﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

ফাআখাযাহুমুল্লা-হু বিযুনূবিহিম ; ওয়াল্লা-হু শাদীদুল 'ইক্বা-ব। ১২। কুল্ লিল্লাযীনা কাফারূ

অতঃপর আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে তাদের পাকড়াও করলেন। আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা। (১২) হে নবী! আপনি কাফিরদেরকে বলে দিন, অতিশীঘ্র তোমরা

سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٣﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ

সাতুগ্‌লাবূনা ওয়া তুহ্‌শারূনা ইলা- জ্বাহান্নাম ; ওয়া বি'সাল মিহা-দ। ১৩। ক্বাদ কা-না লাকুম আ-ইয়াতুন্

(মুসলমানদের হাতে) পরাভূত হবে এবং জাহান্নামে তোমাদেরকে একত্র করা হবে, আর সেটি (জাহান্নাম) কতই নিকৃষ্ট স্থান। (১৩) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য

فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم

ফী ফিআতাইনিল তাক্বাতা-; ফিআতুন্ তুক্বা-তিলু ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া উখ্‌রা- কা-ফিরাতুই ইয়ারাওনাহুম্

নিদর্শন রয়েছে সে দু'টি দলের মধ্যে, যারা পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল, একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল (মুসলমান), আর অন্য দল ছিল কাফির। তারা

مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً

মিছ্‌লাইহিম রা'ইয়াল 'আইন ; ওয়াল্লা-হু ইয়ুআইয়িদু বিনাস্বরিহী মাই ইয়াশা—উ ; ইন্না ফী যা-লিকা লা'ইব্‌রাতাল

তাদেরকে চাক্ষুষ দৃষ্টিতে নিজেদের দ্বিগুণ দেখতে ছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এতে

لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

লিঊলিল আব্‌স্বা-র। ১৪। যুইয়্যিনা লিন্না-সি হুব্বুশ্ শাহাওয়া-তি মিনান্ নিসা—ই ওয়াল্ বানীনা

চক্ষুষ্মানদের জন্য রয়েছে উপদেশ। (১৪) মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির কাম্য বস্তুসামগ্রী। যেমন– নারী, সন্তানাদী,

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ

ওয়াল্ ক্বানা-ত্বীরিল মুক্বান্ত্বারাতি মিনায্ যাহাবি ওয়াল্ ফিদ্দ্বাতি ওয়াল খাইলিল মুসাওয়্যামাতি ওয়াল আন'আ-মি

রাশিকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামার।

وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

ওয়াল হ্বার্‌ছ ; যা-লিকা মাতা-'উল হ্বায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া, ওয়াল্লা-হু 'ইন্দাহূ হুস্‌নুল মাআ-ব।

এগুলো পার্থিব জীবনের ভোগ্য সামগ্রী এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي ﴿١٥﴾

১৫। কুল আউনাব্বিউকুম বিখাইরিম্ মিন্ যা-লিকুম ; লিল্লাযীনাত্ তাক্বাও 'ইন্দা রাব্বিহিম জ্বান্না-তুন তাজ্বরী

(১৫) হে নবী! আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব এগুলোর চেয়েও উত্তম বস্তুর? (তবে শুন) যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের

مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ

মিন্ তাহ্‌তিহাল আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা- ওয়া আয্‌ওয়া-জুম মুত্বাহ্‌হারাতুওঁ ওয়া রিদ্বওয়া-নুম্ মিনাল্লা-হ ;

প্রতিপালকের নিকট জান্নাত, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। সেখানে তারা সর্বদা থাকবে। আর তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٦﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

ওয়াল্লা-হু বাস্বীরুম্ বিল'ইবা-দ। ১৬। আল্লাযীনা ইয়াক্বূলূনা রাব্বানা~ইন্নানা~আ-মান্না- ফাগ্‌ফিরলানা- যুনূবানা-

আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। (১৬) যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা কর

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٧﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ

ওয়া ক্বিনা- 'আযা-বান্ না-র। ১৭। আস্বস্বা-বিরীনা ওয়াস্বস্বা-দিক্বীনা ওয়াল্ ক্বা-নিতীনা ওয়াল মুন্‌ফিক্বীনা

এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। (১৭) তারাই ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, (আল্লাহর পথে) ব্যয়কারী এবং

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٨﴾ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا

ওয়াল মুস্তাগ্‌ফিরীনা বিল আসহ্বা-র। ১৮। শাহিদাল্লা-হু আন্নাহূ লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ওয়াল মালা—ইকাতু ওয়া উলুল

শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। ফিরিশতাগণও এবং ন্যায়-নিষ্ঠ

الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٩﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ

'ইলমি ক্বা—ইমাম্ বিল ক্বিস্ত্ব ; লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল 'আযীযুল হ্বাকীম। ১৯। ইন্নাদ্ দীনা 'ইন্দাল্লা-হিল

জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত

الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ

ইসলা-ম ; ওয়া মাখ্‌তালাফাল্ লাযীনা উতুল কিতা-বা ইল্লা- মিম্ বা'দি মা- জ্বা—আহুমুল

দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। আহলে কিতাবগণ তাদের নিকট প্রমাণ আসার পরও ইসলাম সম্পর্কে মতভেদ করেছে। আর এটা শুধু

الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

'ইল্‌মু বাগ্‌ইয়াম্ বাইনাহুম; ওয়া মাইঁ ইয়াক্‌ফুর বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফাইন্নাল্লা-হা সারী'উল হ্বিসা-ব।

(মুসলমানদের প্রতি) তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ বশতঃ। আর যে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

﴿٢٠﴾ فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا

২০। ফাইন হ্বা—জ্বজ্বূকা ফাকুল আস্‌লামতু ওয়াজ্বহিয়া লিল্লা-হি ওয়া মানিত তাবা'আন ; ওয়া কুল্ লিল্লাযীনা উতুল

(২০) এরপরও যদি তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে; তবে আপনি বলে দিন, আমি এবং আমার অনুসারীগণ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। আর যাদের

الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا

কিতা-বা ওয়াল্ উম্মিইয়্যীনা আআস্‌লামতুম ; ফাইন আস্‌লামূ ফাক্বাদিহ্ তাদাও, ওয়া ইন তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা-

কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং নিরক্ষরদেরকে বলে দিন, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে তারা হিদায়াতের পথ পাবে।

عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

'আলাইকাল বালা-গ ; ওয়াল্লা-হু বাস্বীরুম বিল 'ইবা-দ। ২১। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াক্‌ফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি

আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার দায়িত্ব শুধু (আল্লাহর বাণী সকলের কাছে) পৌঁছে দেয়া। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। (২১) নিশ্চয়ই যারা

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ

ওয়া ইয়াক্বতুলূনান্ নাবিইয়্যনা বিগাইরি হ্বাক্বক্বিওঁ ওয়া ইয়াক্বতুলূনাল্লাযীনা ইয়া'মুরূনা বিল্ ক্বিসত্বি মিনান্ না-সি

আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে, এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে এবং এমন মানুষদেরকে হত্যা করে, যারা ন্যায় পরায়ণতার নির্দেশ দেয়

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৯) ঃ কালবী (র) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন মদীনায় গিয়ে স্থায়ী হন, তখন শাম দেশ থেকে দুজন পন্ডিত ব্যক্তি মদীনায় আগমন করে। তারা মদীনায় এসে রাসূল (স)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত হয়ে রাসূল (স)-এর কাছে এসে প্রশ্ন করে, 'আপনি কি মুহাম্মাদ (স)! রাসূল (স) বলেন, হ্যাঁ। তারা আবার জিজ্ঞেস করে, আপনিই কি আহমদ? রাসূল (স) বলেন, হ্যাঁ, তারপর তারা বলে, আমরা আপনাকে 'সাক্ষ্য' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব।' আপনি আমাদেরকে সে সম্পর্কে অবগত করতে পরলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনে আপনাকে সত্যায়ন করব। রাসূল (স) বলেন, তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস কর। তারা বলল, বলুন দেখি সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কি? তখনই এ আয়াত নাযিল হলে তারা মুসলমান হয়ে যায়। (কুরতুবী)

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

ফাবাশ্শিরহুম্ বি'আযা-বিন আলীম। ২২। উলা—ইকাল্ লাযীনা হ্বাবিত্বাত্ আ'মা-লুহুম ফিদ্ দুনইয়া-

আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২২) এসব লোক (এমন যে), তাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হবে ইহ ও পরকালে

وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٣﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ

ওয়াল আ-খিরাহ্; ওয়া মা- লাহুম মিন্ না-স্বিরীন। ২৩। আলাম্ তারা ইলাল লাযীনা উতূ নাস্বীবাম্ মিনাল্

এবং তাদের কোন সাহায্যকারী হবে না। (২৩) [হে মুহাম্মদ (স)] আপনি কি দেখেননি, এসব লোকদেরকে? যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিল

الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

কিতা-বি ইয়ুদ'আওনা ইলা- কিতা-বিল্লা-হি লিয়াহ্কুমা বাইনাহুম ছুম্মা ইয়াতাওয়াল্লা- ফারীক্বুম্ মিনহুম

এবং তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল, যাতে কিতাব তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়। অতঃপর তাদের মধ্যে একটি দল তা অস্বীকার করে মুখ

وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ

ওয়া হুম্ মু'রিদ্বূন। ২৪। যা-লিকা বিআন্নাহুম ক্বা-লূ লান তামাস্সানান্ না-রু ইল্লা~আইঁ ইয়্যা-মাম্ মা'দূদা-ত,

ফিরিয়ে নেয়। (২৪) তা এ কারণে যে, তারা বলে, জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না, তবে হাতে গোণা কয়েকটি দিন (স্পর্শ করতে পারে)। তাদের মনগড়া

وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ

ওয়া গার্‌রাহুম্ ফী দীনিহিম্ মা- কা-নূ ইয়াফ্তারূন। ২৫। ফাকাইফা ইযা- জ্বামা'না-হুম লিইয়াওমিল্ লা-রাইবা

ধারণা দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে। (২৫) তাদের অবস্থা কেমন হবে? যেদিন আমি তাদেরকে একত্রিত করব, যে দিনের ব্যাপারে কোন

فِيهِ ۚ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ

ফীহ্, ওয়া উফ্ফিয়াত কুল্লু নাফ্সিম্ মা- কাসাবাত ওয়া হুম লা- ইয়ুয্বলামূন। ২৬। কুলিল্লা-হুম্মা মা-লিকাল

প্রকার সন্দেহ নেই এবং (সেদিন) প্রত্যেককে তাদের (পার্থিব জীবনের) কৃত কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। (২৬) [হে মুহাম্মদ (স)]

الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ

মুল্‌কি তু'তিল মুলকা মান তাশা—উ ওয়া তান্‌যি'উল মুলকা মিম্ মান্ তাশা—উ, ওয়া তু'ইযযু মান্ তাশা—উ

আপনি বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই সমগ্র জগতের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর। আর যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও।

وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٧﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ

ওয়া তুযিল্লু মান্ তাশা—উ ; বিইয়াদিকাল খাইর ; ইন্নাকা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ২৭। তূলিজুল্ লাইলা

যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দাও, যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। তোমার (কুদরতী) হাতেই কল্যাণ, নিশ্চয়ই তুমি সকল ব্যাপারে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। (২৭) এবং রাতকে

○ শানে নুযূল (আঃ ২৩) ঃ একদা হুযূর (সা) ইহুদীদিগকে বললেন, তোমরা ঈমান আন। ইহুদীরা বলল, আমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের আলেমদেরকে নিয়ে ধর্ম সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে বাহাছ করব। হুযূর (সা) বললেন, তাহলে সে আয়াতগুলোও নিয়ে এসো যাতে আমার সম্বন্ধে বিবরণ রয়েছে। কিন্তু তারা সেই আয়াতগুলোও আনল না এবং ঈমানও আনল না। এ সম্বন্ধেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। (মুঃ কোঃ)

○ শানে নুযূল (আঃ ২৫) ঃ ইহুদীরা তওরাত অনুযায়ী আমল করত না এবং নির্ভয়ে গুনাহের কাজ করত। কেননা, তাদের পূর্ব-পুরুষগণ বলে গেছে যে, 'আমরা শত দিনের বেশী দোযখের শাস্তি ভোগ করব না। আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব (আ), তাঁর পিতা ও দাদা আমাদিগকে দোযখ হতে মুক্ত করে নিবেন,' এরা তাই বিশ্বাস করত। আল্লাহ তা'আলা এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

فِى النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ

ফিন্ নাহা-রি ওয়া তূলিজুন্নাহা-রা ফিল্লাইল, ওয়া তুখ্‌রিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি
প্রবিষ্ট কর দিনের মাঝে এবং দিনকে প্রবিষ্ট করাও রাতের মাঝে। তুমি মৃত হতে বের কর জীবিতকে (যেমন ডিম থেকে বাচ্চা)

وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾ لَا يَتَّخِذِ

ওয়া তুখ্‌রিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়ি, ওয়া তারযুকু মান্ তাশা—উ বিগাইরি হিসা-ব। ২৮। লা ইয়াত্তাখিযিল্
মৃতকে বের কর জীবিত থেকে। (যেমন পাখী থেকে ডিম)। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান কর। (২৮) মুমিনগণ যেন গ্রহণ

الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ

মু'মিনূনাল কা-ফিরীনা আওলিয়া—আ মিন দূনিল মু'মিনীন, ওয়া মাই ইয়াফ'আল যা-লিকা ফালাইসা
না করে মুমিনদের ব্যতীত কাফিদেরকে বন্ধু হিসেবে। আর যে এরূপ করবে, তাদের সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু

مِنَ اللّٰهِ فِى شَىْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰىةً ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط

মিনাল্লা-হি ফী শাইইন ইল্লা~আন্ তাত্তাকূ মিনহুম তুক্বা-হ্; ওয়া ইয়ুহায্যিরুকুমুল্লাহু নাফসাহ;
যদি তোমরা তাদের অনিষ্টতা হতে বাঁচতে চাও তবে তা ভিন্ন কথা; এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের সম্পর্কে সাবধান করছেন

وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٩﴾ قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا فِى صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط

ওয়া ইলাল্লা-হিল মাস্বীর। ২৯। কুল ইন তুখ্‌ফূ মা ফী স্বুদূরিকুম আও তুব্‌দূহু ইয়া'লাম হুল্লা-হ;
এবং আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। (২৯) আপনি বলুন, তোমাদের অন্তরে যা আছে যদি তা তোমরা গোপন কর অথবা, প্রকাশ কর আল্লাহ তা

وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾ يَوْمَ

ওয়া ইয়া'লামু মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল আরদ্ব; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। ৩০। ইয়াওমা মুআনাকা ঃ ৪
(সর্ব অবস্থায়) অবগত আছেন এবং তিনি আসমান ও যমিনের সব কিছুই জানেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (৩০) যেদিন

تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا صلے وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوٓءٍ ج تَوَدُّ لَوْ

তাজিদু কুল্লু নাফসিম মা- 'আমিলাত মিন খাইরিম মুহ্দ্বারা-; ওয়ামা- 'আমিলাত মিন সু—ই, তাওয়াদ্দু লাও
প্রত্যেকটি লোক তার ভাল আমলগুলো এবং মন্দ আমলগুলো সামনে উপস্থিত (সেদনি) সে কামনা করবে হায়! তার ও

اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيدًا ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٥﴾ ع ৩ ১১ রুকূ

আন্না বাইনাহা- ওয়াবাইনাহূ~আমাদাম্ বা'ঈদা; ওয়া ইয়ুহায্যিরুকুমুল্লা-হু নাফ্‌সাহ; ওয়াল্লা-হু রাউফুম্ বিল 'ইবা-দ।
এ মন্দ কাজগুলোর মধ্যে যদি বিরাট ব্যবধান থাকত। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি পরম দয়ালু।

﴿৩১﴾ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

৩১। কুল ইন্ কুন্তুম তুহিব্বূনাল্লা-হা ফাত্তাবি'ঊনী ইয়ুহ্‌বিব্‌কুমুল্লা-হু ওয়া ইয়াগ্‌ফির লাকুম
(৩১) (হে নবী!) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের

ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٢﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا

যুনূবাকুম; ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহ্বীম। ৩২। কুল আত্বী'উল্লা-হা ওয়ার্ রাসূল, ফাইন্ তাওয়াল্লাও
গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৩২) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। অতঃপর যদি তারা

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ

ফাইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুহ্বিব্বুল কা-ফিরীন। ৩৩। ইন্নাল্লা-হাস্ব ত্বাফা~আ-দামা ওয়ানূহাও ওয়া আ-লা ইবরা-হীমা
উপেক্ষা করে, তবে জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না। (৩৩) নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের জন্য আদম, নূহ, ইব্রাহীমের পরিবার

وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٤﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

ওয়া আ-লা 'ইম্রা-না 'আলাল 'আ-লামীন। ৩৪। যুর্রিইয়্যাতাম্ বা'দ্বুহা- মিম্ বা'দ্ব ; ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম।
ও ইমরানের পরিবারকে মনোনীত করেছেন। (৩৪) তাঁরা একে অন্যের বংশধর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

﴿٣٥﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي

৩৫। ইয্ ক্বা-লাতিমরাআতু 'ইমরা-না রাব্বি ইন্নী নাযার্তু লাকা মা ফী বাত্বনী
(৩৫) ইমরানের স্ত্রী যখন বলল, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য আমার গর্ভস্থিত সন্তানকে মানত করেছি, তাকে স্বাধীন রাখা হবে।

مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ

মুহার্রারান্ ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী, ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল 'আলীম। ৩৬। ফালাম্মা- ওয়াদ্বা'আত্হা- ক্বা-লাত্
সুতরাং তুমি আমার এ মানত কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৩৬) অতঃপর সে যখন কন্যা সন্তান প্রসব করল, তখন (সে আক্ষেপে) বলল,

رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ

রাব্বি ইন্নী ওয়াদ্বা'তুহা~উন্ছা; ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিমা- ওয়াদ্বা'আত; ওয়া লাইসায্ যাকারু কাল উন্ছা,
হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমি কন্যাসন্তান প্রসব করেছি। সে যা প্রসব করেছে সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালরূপেই জানেন। আর ছেলে (যা তার কামনা ছিল)

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

ওয়া ইন্নী সাম্মাইতুহা- মারইয়ামা ওয়া ইন্নী~উ'ঈযুহা বিকা ওয়া যুর্রিয়্যাতাহা- মিনাশ্ শাইত্বা-নির রাজীম।
মেয়ের মত নয়। আর আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম। আমি তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে অভিশপ্ত শয়তান হতে তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম।

﴿٣٧﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا

৩৭। ফাতাক্বাব্বালাহা- রাব্বুহা- বিক্বাবূলিন হাসানিঁও ওয়া আম্বাতাহা- নাবা-তান হাসানাঁও ওয়া কাফ্ফালাহা- যাকারিইয়্যা ; কুল্লামা-
(৩৭) অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন আর যাকারিয়াকে (আ) তাঁর অভিভাবক বানিয়েদিলেন।

○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ সেকালে পুত্র সন্তানকে পার্থিব কাজ হতে মুক্ত রেখে বায়তুল মুকাদ্দাসের জন্য মান্নত করা জায়েয ছিল। হান্নাও তার গর্ভস্থ শিশুকে তদ্রূপ মান্নত করলেন। আশা ছিল– এ উসীলায় আল্লাহ পুত্র সন্তান দান করবেন। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ মারইয়াম ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর মা ধারণা করলেন, তাঁর মান্নত কবুল হয় নি। কেননা, বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য মেয়ে সন্তান কবুল করা হত না। অবশেষে বিবি হান্না স্বপ্নযোগে অবগত হলেন, মারইয়ামকে কবুল করা হয়েছে। তাই তিনি মারইয়ামকে মসজিদে উপস্থিত করে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানালেন। এতে সকলে তাঁকে মসজিদে রাখতে সম্মত হলেন। তাঁর খালু হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁকে লালন-পালন করতে লাগলেন। (বঃ কোঃ)

دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى

দাখালা 'আলাইহা- যাকারিইয়্যাল মিহ্বরা-বা ওয়াজ্বাদা 'ইন্দাহা- রিয্ক্বা, ক্বা-লা ইয়া-মারইয়ামু আন্না-

যখনই যাকারিয়া (আ) তাঁর নিকট তার কক্ষে প্রবেশ করতেন, তখনই তার কাছে খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেতেন। (তা দেখে) বললেন, হে মারইয়াম! এগুলো

لَكِ هٰذَا ۭ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

লাকি হা-যা; ক্বা-লাত হুওয়া মিন 'ইন্দিল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা ইয়ার্যুকু মাইঁ ইয়াশা—উ বিগাইরি হ্বিসা-ব।

তোমার কাছে কোথা থেকে এসেছে? সে বলল, এগুলো (আসছে) আল্লাহর তরফ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে অগণিত রিযিক দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ

৩৮। হুনা-লিকা দা'আ- যাকারিইয়্যা- রাব্বাহ, ক্বা-লা রাব্বি হাব্লী মিল্ লাদুন্কা যুর্রিইয়্যাতান্ ত্বাইয়্যিবাহ,

(৩৮) সেখানেই যাকারিয়া (আ) তার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করলেন। তিনি (দুয়ায়) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার তরফ থেকে আমাকে একটি

اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ ۝ فَنَادَتْهُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ وَهُوَ قَاۗىِٕمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ

ইন্নাকা সামী'উদ্ দু'আ—ই। ৩৯। ফানা-দাত্হুল মালা—ইকাতু ওয়াহু ওয়া ক্বা—ইমুইঁ ইয়ুস্বাল্লী ফিল মিহ্বরা-বি

পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দু'আ কবুলকারী। (৩৯) অতঃপর যখন তিনি তাঁর কক্ষে নামাযে রত ছিলেন, ফিরিশতাগণ তাঁকে ডেকে বললেন,

اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا

আন্নাল্লা-হা ইয়ুবাশ্শিরুকা বিইয়াহ্ইয়া- মুস্বাদ্দিক্বাম্ বিকালিমাতিম্ মিনাল্লা-হি ওয়াসাইয়্যিদাওঁ ওয়া হ্বাস্বূরাওঁ ওয়া নাবিইয়্যাম

নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তিনি হবেন আল্লাহর কালামের সত্যায়নকারী। তিনি হবেন নেতা এবং স্বীয় প্রবৃত্তির দমনকারী ও

مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ

মিনাস্ব স্বা-লিহ্বীন। ৪০। ক্বা-লা রাব্বি আন্না- ইয়াকূনু লী গুলা-মুওঁ ওয়াক্বাদ্ বালাগানিয়াল্ কিবারু ওয়া

সৎকর্মশীল একজন নবী। (৪০) যাকারিয়া (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে হবে আমার পুত্র সন্তান? অথচ আমার বার্ধক্য পৌঁছে গেছে এবং

امْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاۗءُ ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ

ম্রাআতী 'আ-ক্বির ; ক্বা-লা কাযা-লিকাল্লা-হু ইয়াফ'আলু মা-ইয়াশা—উ। ৪১। ক্বা-লা রাব্বিজ্ব 'আল্লী~আ-ইয়াহ ;

আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। আল্লাহ বললেন, এভাবেই আল্লাহ যা চান তা করেন। (৪১) যাকারিয়া বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কিছু নিদর্শন দান করুন।

قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۭ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا

ক্বা-লা আ-ইয়াতুকা আল্লা- তুকাল্লিমান্ না-সা ছালা-ছাতা আইয়্যা-মিন ইল্লা- রামযা; ওয়াযকুর রাব্বাকা কাছীরাওঁ

আল্লাহ বললেন, তোমার নিদর্শন হল, তুমি তিনদিন মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলতে পারবে না। আর তুমি তোমার প্রতিপালককে অধিক পরিমাণে

وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝ وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰۗىِٕكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ

ওয়া সাব্বিহ্ বিল 'আশিইয়্যি ওয়াল ইব্কা-র। ৪২। ওয়া ইয্ ক্বা-লাতিল মালা—ইকাতু ইয়া-মারইয়ামু ইন্নাল্লা-হাস্ত্বাফা-কি

স্মরণ করতে থাক এবং সকাল-সন্ধ্যা তার পবিত্রতা ঘোষণা কর। (৪২) স্মরণ কর, যখন ফিরিশতারা বলেছিল, হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন

৪ ع ১১ ১২ রুকূ

وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ

ওয়া ত্বাহ্হারাকি ওয়াস্বত্বাফা-কি 'আলা- নিসা—ইল 'আ-লামীন। ৪৩। ইয়া-মার্ইয়ামুক্বুনুত্বী লিরাব্বিকি ওয়াস্জুদী

এবং পবিত্র করেছেন এবং সারা বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। (৪৩) হে মারইয়াম! আপনার প্রভুর আনুগত্য করুন এবং আমাকে সিজদা

وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٤﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۭ وَمَا كُنْتَ

ওয়ারকা'ঈ মা'আর রা-কি'ঈন। ৪৪। যা-লিকা মিন্ আম্বা—ইল গাইবি নূহীহি ইলাইক ; ওয়ামা- কুন্তা

করুন। আর রুকূকারীগণের সাথে রুকূ করুন। (৪৪) এ অদৃশ্য সংবাদ যা আমি আপনার নিকট প্রেরণ করছি এবং আপনি ছিলেন না সে সময় তাদের নিকট,

لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۠ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

লাদাইহিম ইয্ ইয়ুল্কূনা আক্বলা-মাহুম আইয়্যুহুম ইয়াক্ফুলু মারইয়াম, ওয়ামা- কুন্তা লাদাইহিম

যখন মারইয়ামকে (আ) লালন-পালনের দায়িত্ব কে নিবে এর জন্য কলমগুলো নিক্ষেপ করেছিল। আর যখন তারা ঝগড়া করতেছিল তখনও আপনি তাদের

اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰۗىِٕكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ق

ইয্ ইয়াখ্তাস্বিমূন। ৪৫। ইয্ ক্বা-লাতিল মালা—ইকাতু ইয়া-মারইয়ামু ইন্নাল্লা-হা ইয়ুবাশ্শিরুকি বিকালিমাতিম্ মিন্হুস্

নিকট ছিলেন না (৪৫) স্মরণ করুন! যখন ফিরিশতাগণ বলল, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে তার পক্ষ থেকে একটি "কালেমার" সুসংবাদ দিচ্ছেন

اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ

মুহুল মাসীহু 'ঈসাবনু মারইয়ামা ওয়াজ্বীহান ফিদ্দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাতি ওয়া মিনাল

তার নাম হচ্ছে মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম। তিনি হবেন ইহকাল ও পরকালে অত্যন্ত সম্মানিত এবং নৈকট্য প্রাপ্তগণের

الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

মুক্বাররাবীন। ৪৬। ওয়া ইয়ুকাল্লিমুন্ না-সা ফিল মাহ্দি ওয়া কাহলাওঁ ওয়া মিনাস্ব স্বা-লিহীন।

অন্তর্ভুক্ত। (৪৬) তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে এবং তিনি হবেন পুণ্যবানগণের একজন।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ ﴿٤٧﴾

৪৭। ক্বা-লাত রাব্বি আন্না- ইয়াকূনু লী ওয়ালাদুওঁ ওয়া লাম ইয়াম্সাস্নী বাশার ; ক্বা-লা কাযা-লিকিল্লা-হু

(৪৭) মারইয়াম (আ) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার কিভাবে পুত্র হবে অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি? আল্লাহ বললেন, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন

يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٨﴾ وَيُعَلِّمُهُ

ইয়াখ্লুকু মা- ইয়াশা—উ ; ইযা- ক্বাদ্বা~আমরান ফাইন্নামা- ইয়াকূলু লাহূ কুন ফাইয়াকূন। ৪৮। ওয়া ইয়ু'আল্লিমুহুল

তা এভাবেই সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, হয়ে যাও ফলে তা হয়ে যায়। (৪৮) এবং আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিবেন,

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٩﴾ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ۙ

কিতা-বা ওয়াল হিকমাতা ওয়াত্ তাওরা-তা ওয়াল ইনজ্বীল। ৪৯। ওয়া রাসূলান ইলা- বানী~ইস্রা—ঈলা

কিতাব, হিকমত, তাওরাত এবং ইঞ্জিল (৪৯) এবং তাকে বনী ইসরাঈলদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের কাছে তোমাদের

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۙ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

আন্নী ক্বাদ জি্'তুকুম বিআ-ইয়াতিম মির রাব্বিকুম আন্নী~আখ্লুকু লাকুম মিনাত্ব ত্বীনি কাহাইআতিত্ব ত্বাইরি

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আমার নবুওয়াতের) নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সেগুলো হল, আমি তোমাদের জন্য কাদা মাটি দিয়ে একটি পাখীর আকৃতি বানিয়ে দিব,

فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي

ফাআন্ফুখু ফীহি ফাইয়াকূনু ত্বাইরাম্ বিইয্নিল্লা-হ, ওয়া উব্রিউল আক্মাহা ওয়াল্ আব্রাস্বা ওয়া উহ্য়িল

অতঃপর তাতে ফুঁক দিব, ফলে আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করব এবং মৃতকে জীবিত

الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ

মাওতা- বিইয্নিল্লা-হ, ওয়া উনাব্বিউকুম বিমা- তা'কুলূনা ওয়া মা-তাদ্দাখিরূনা ফী বুয়ূতিকুম;

করব আল্লাহর হুকুমে। আর তোমরা নিজগৃহে যা খাও এবং মওজুদ রাখ তা তোমাদেরকে বলে দিব। নিশ্চয়ই এগুলোর মধ্যে নিদর্শন

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٥٠) وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ

ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল লাকুম ইন্ কুন্তুম মু'মিনীন। ৫০। ওয়া মুস্বাদ্দিক্বাল লিমা- বাইনা ইয়াদাইয়্যা

রয়েছে তোমাদের জন্য; যদি তোমরা মুমিন হও। (৫০) আর আমি এজন্য এসেছি যে, আমি সত্যায়ন করব আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে এবং

مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ

মিনাত্ তাওরা-তি ওয়া লিউহিল্লা লাকুম বা'দ্বাল্ লাযী হুর্রিমা 'আলাইকুম ওয়া জি্'তুকুম্ বিআ-ইয়াতিম

কতগুলো বস্তু হালাল করে দেব যা তোমাদের উপর হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং

مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٥١) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ

মির্ রাব্বিকুম ; ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ৫১। ইন্নাল্লা-হা রাব্বী ওয়া রাব্বুকুম ফা'বুদূহ ;

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (৫১) নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (٥٢) فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي

হা-যা- স্বিরা-তুম্ মুস্তাক্বীম। ৫২। ফালাম্মা~আহাস্সা 'ঈসা- মিনহুমুল কুফ্রা ক্বা-লা মান্ আন্স্বা-রী~

এটাই হচ্ছে সহজ সরল পথ। (৫৮) অতঃপর যখন ঈসা (আ) তাদের থেকে কুফরী উপলব্ধি করলেন, তখন বললেন, আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী

إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا

ইলাল্লা-হ ; ক্বা-লাল হাওয়া-রিইয়্যূনা নাহ্নু আন্স্বা-রুল্লা-হ, আ-মান্না বিল্লা-হ, ওয়াশ্হাদ বিআন্না-

কে আছ? তখন হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর পথের সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা

مُسْلِمُونَ (٥٣) رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ

মুসলিমূন। ৫৩। রাব্বানা~আ-মান্না- বিমা~আন্যালতা ওয়াত্তাবা'নার রাসূলা ফাক্তুবনা- মা'আশ্

মুসলমান। (৫৩) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে, আর আমরা আপনার রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে

৫ ع ৩ ১৩ রুকূ

الشّٰهِدِيْنَ ﴿۵۴﴾ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿۵۵﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ

শা-হিদীন। ৫৪। ওয়া মাকারূ ওয়া মাকারাল্লা-হ, ওয়াল্লা-হু খাইরুল মা-কিরীন। ৫৫। ইয্ ক্বা-লাল্লা-হু

লিখে রাখুন সাক্ষ্যদাতাদের সাথে। (৫৪) আর তারা চক্রান্ত করল, আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করলেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী। (৫৫) যখন আল্লাহ

তিন চতুর্থাংশ

يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ

ইয়া-'ঈসা~ইন্নী মুতাওয়াফফীকা ওয়ারা-ফি'উকা ইলাইয়্যা- ওয়া মুত্বাহহিরুকা মিনাল্ লাযীনা কাফারূ ওয়া জ্বা-'ইলুল

বললেন, হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমার সময়কাল পূর্ণ করব এবং (বর্তমানে) আমার কাছে উঠিয়ে নিব এবং তোমাকে কাফিরদের থেকে পবিত্র করব; এবং

الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ

লাযীনাত তাবা'উকা ফাওক্বাল্লাযীনা কাফারূ~ইলা- ইয়াওমিল ক্বিয়া-মাহ, ছুম্মা ইলাইয়্যা মারজ্বি'উকুম

তোমার অনুসরণকারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর বিজয়ী করব। অতঃপর আমার দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন হবে। সুতরাং তোমরা যে সব

فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۵۶﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ

ফাআহ্কুমু বাইনাকুম্ ফীমা- কুন্তুম ফীহি তাখ্তালিফূন। ৫৬। ফাআম্মাল্ লাযীনা কাফারূ ফাউ'আয্যিবুহুম

বিষয়ে মতভেদ করছিলে আমি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দিব। (৫৬) সুতরাং যারা কাফির তাদেরকে আমি

عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۵۷﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ

'আযা-বান শাদীদান ফিদ্ দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরাহ, ওয়া মা- লাহুম মিন্ না-স্বিরীন। ৫৭। ওয়া আম্মাল্লাযীনা

ইহকালে ও পরকালে কঠিন শাস্তি দিব। আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না। (৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ফাইয়ুওয়াফ্ফীহিম উজূরাহুম; ওয়াল্লা-হু লা- ইয়ুহিব্বুয যা-লিমীন।

এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে পূর্ণ প্রতিফল (সওয়াব) দান করবেন। আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালবাসেন না।

﴿۵۸﴾ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿۵۹﴾ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى

৫৮। যা-লিকা নাতলূহু 'আলাইকা মিনাল্ আ-ইয়া-তি ওয়ায্ যিক্রিল হাকীম। ৫৯। ইন্না মাছালা 'ঈসা-

(৫৮) উহা আমি আপনাকে পাঠ করে শোনাচ্ছি যা (নবুওয়াতের) নিদর্শন এবং কৌশলপূর্ণ উপদেশের অন্তর্ভুক্ত। (৫৯) নিশ্চয়ই ঈসার (আ) দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট

عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۭ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۶۰﴾ اَلْحَقُّ

'ইন্দাল্লা-হি কামাছালি আ-দাম ; খালাক্বাহূ মিন তুরা-বিন ছুম্মা ক্বা-লা লাহূ কুন ফাইয়াকূন। ৬০। আল্হাক্কু

আদমের (আ) মতই। তিনি তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন (সজীব) হয়ে যাও, ফলে সে (সজীব) হয়ে গেল। (৬০) এ বাস্তব কথা, আপনার

✪ টীকা (আঃ ৫৪) ঃ ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-কে গ্রেফতার করে একটি গৃহে আবদ্ধ করে রাখল। পরদিন ভোরে তাঁকে ঘর হতে বের করে আনার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠান হল। অবশ্য পূর্ব-রাত্রিতেই আল্লাহ ঈসা (আ)-কে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং প্রেরিত লোকটি ঈসা (আ)-কে না পেয়ে সংবাদ দিতে আসল 'ঈসা নেই'। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার আকৃতি অবিকল ঈসা (আ)-এর আকৃতি করে দিলেন; সে বের হয়ে আসতেই সকলে তাকে ধরল। অবশেষে তাকে শূলে চড়িয়ে ও পাথর মেরে হত্যা করে ফেলল। এ হল তাদের ষড়যন্ত্রের শাস্তি। (মুঃ কোঃ)

مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦١﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ

মির্ রাব্বিকা ফালা-তাকুম্ মিনাল্ মুম্তারীন। ৬১। ফামান হা—জ্জাকা ফীহি মিম্ বা'দি মা- জা—আকা

প্রতিপালকের পক্ষ হতে (বর্ণিত)। অতএব আপনি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৬১) অতএব যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে আপনার সাথে বিতর্ক করে আপনার নিকট (সুস্পষ্ট)

مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا

মিনাল 'ইলমি ফাকুল্ তা'আ-লাও নাদ'উ আবনা—আনা- ওয়া আবনা—আকুম ওয়া নিসা—আনা- ওয়া নিসা—আকুম ওয়া আনফুসানা-

জ্ঞান আসার পরও; আপনি তাকে বলে দিন, এসো, আমরা ডেকে লই আমাদের সন্তানগণকে ও তোমাদের সন্তানগণকে এবং আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে

وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦٢﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ

ওয়া আন্ফুসাকুম ; ছুম্মা নাব্তাহিল ফানাজ্'আল লা'নাতাল্লা-হি 'আলাল কা-যিবীন। ৬২। ইন্না হা-যা- লাহুওয়াল

এবং আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে। অতঃপর আমরা (সবে মিলে) বিনীতভাবে দোয়া করি যে, মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত হোক। (৬২) নিশ্চয়ই

الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ক্বাস্বাসুল হাক্কু, ওয়া মা- মিন্ ইলা-হিন ইল্লাল্লা-হ ; ওয়া ইন্নাল্লা-হা লাহুওয়াল 'আযীযুল হাকীম।

উল্লেখিত ঘটনাগুলো পরম সত্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

﴿٦٣﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا ع ৬

৬৩। ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নাল্লা- হা 'আলীমুম্ বিল মুফ্সিদীন। ৬৪। কুল ইয়া~আহ্লাল কিতা-বি তা'আ-লাও ১৪ রুকূ

(৬৩) এরপরও যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে, তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ্ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালভাবেই জানেন। (৬৪) আপনি বলুন, হে কিতাবীগণ! তোমরা এমন

إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

ইলা- কালিমাতিন সাওয়া—ইম্ বাইনানা- ওয়া বাইনাকুম আল্লা- না'বুদা ইল্লাল্লা-হা ওয়া লা- নুশ্রিকা বিহী শাইআওঁ

একটি বিষয়ের দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তাহল, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করব না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا

ওয়া লা- ইয়াত্তাখিযা বা'দুনা- বা'দ্বান আরবা-বাম মিন্ দূনিল্লা-হ ; ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকূলুশহাদূ

করব না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিপালক সাব্যস্ত করবে না। যদি তারা ফিরে যায় তবে বলে দাও, তোমরা

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٥﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ

বিআন্না- মুসলিমূন। ৬৫। ইয়া~আহ্লাল কিতা-বি লিমা তুহা—জ্জূনা ফী~ইব্রা-হীমা ওয়া মা~উন্যিলাতিত

সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলমান। (৬৫) হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন ইব্রাহীম (আ) সম্পর্কে বাদানুবাদ করছ? অথচ

○ শানে নুযুল (আঃ ৬১) ঃ হুযূর (সা) নাজরানের খ্রিষ্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বলে পাঠালেন যে, হয় ইসলাম গ্রহণ কর, নতুবা জিযিয়া কর দাও, অন্যথায় যুদ্ধ কর। কিন্তু তারা ধর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করার জন্য শুরাহবীলের নেতৃত্বে তিন জন আলেমকে পাঠাল। হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধেও আলোচনা হল। তারা রাসূল (সা)-এর কোন দলীল প্রমাণই মানল না। এ সম্বন্ধে আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করলেন। রাসূল (সা) তাদেরকে বললেন, তোমরা যখন আমার কোন কথাই বিশ্বাস করলে না, অতএব, চল আয়াতের মর্মানুসারে আমরা উভয় পক্ষ সপরিবারে মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাতের প্রার্থনা করি। রাসূল (সা) কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে মোবাহালার জন্য প্রস্তুত হলেন। শুরাহবীল এটা দেখে সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা জান ইনি সত্য নবী। নবীর সঙ্গে মোবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। অতএব, আমরা তাঁর সঙ্গে আপোষ করি। পরিশেষে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়ে তারা সন্ধি করল। (মুঃ কোঃ)

التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٦﴾ هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ

তাওরা-তু ওয়াল ইনজীলু ইল্লা- মিম বা'দিহ ; আফালা- তা'কিলূন। ৬৬। হা~আন্তুম হা~উলা—ই

তাওরাত ও ইঞ্জিল তো তার পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বুঝ না? (৬৬) শোন! তোমরা পূর্বে তর্ক করেছ সে বিষয়ে,

حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ

হা-জাজ্তুম ফীমা- লাকুম্ বিহী 'ইলমুন ফালিমা তুহা—জ্জূনা ফীমা- লাইসা লাকুম্ বিহী 'ইলম ;

যে ব্যাপারে তোমাদের সামান্য জ্ঞান ছিল, এখন যে বিষয় তোমাদের আদৌ জ্ঞান নেই সে বিষয় তোমরা কেন তর্ক করতেছ।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ

ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু ওয়া আনতুম লা-তা'লামূন। ৬৭। মা- কা-না ইব্রা-হীমু ইয়াহূদিয়্যাওঁ ওয়া লা- নাস্বরা-নিয়্যাওঁ ওয়া লা-কিন্

আল্লাহ জানেন অথচ তোমরা জান না। (৬৭) ইব্রাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন

كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٨﴾ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ

কা-না হ্বানীফাম্ মুসলিমা ; ওয়া মা- কা-না মিনাল মুশরিকীন। ৬৮। ইন্না আওলান্ না-সি বিইব্রা-হীমা

পাক্কা মুসলমান এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (৬৮) নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম ছিল তারা,

لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

লাল্লাযীনাত্ তাবা'উহু ওয়া হা-যান্ নাবিইয়্যু ওয়াল্ লাযীনা আ-মানূ ; ওয়াল্লা-হু ওয়ালিইয়্যুল মু'মিনীন।

যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল, আর এই নবী এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মুমিনগণের অভিভাবক।

﴿٦٩﴾ وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ

৬৯। ওয়াদ্দাত্ ত্বা—ইফাতুম্ মিন্ আহ্লিল কিতা-বি লাও ইয়ুদ্বিল্লূনাকুম ; ওয়া মা- ইয়ুদ্বিল্লূনা ইল্লা~আনফুসাহুম

(৬৯) কিতাবীদের একদল আন্তরিকভাবে কামনা করছিল যে, তোমাদেরকে (সত্য) পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে, অথচ তারা নিজেদের ছাড়া কাউকে বিভ্রান্ত

وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

ওয়ামা- ইয়াশ্'উরূন। ৭০। ইয়া~আহলাল কিতা-বি লিমা তাকফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়া আন্তুম তাশ্হাদূন।

করে না। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না। (৭০) হে কিতাবীগণ! কেন তোমরা অস্বীকার কর আল্লাহর আয়াতকে অথচ তোমরাই এর সাক্ষ্যবাহী।

৭ ع ৮ ﴿٧١﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ ع

১৫ রুকূ ৭১। ইয়া~আহ্লাল-কিতা-বি লিমা তাল্বিসূনাল হ্বাক্বক্বা বিল্ বা-ত্বিলি ওয়া তাক্তুমূনাল হ্বাক্বক্বা ওয়া আনতুম তা'লামূন।

(৭১) হে কিতাবীগণ! কেন তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যা মিশ্রিত কর এবং গোপন কর সত্যকে? অথচ তোমরা তা জান।

﴿٧٢﴾ وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْۤ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ

৭২। ওয়া ক্বা-লাত্ ত্বা—ইফাতুম্ মিন্ আহ্লিল কিতা-বি আ-মিনূ বিল্লাযী~উন্যিলা 'আলাল্ লাযীনা

(৭২) কিতাবীদের একদল বলে, তোমরা ঈমান নিয়ে আস তার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসলমানদের প্রতি (অর্থাৎ কুরআন)

آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿৭৩﴾ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا

আ-মানূ ওয়াজ্‌হান্ নাহা-রি ওয়াকফুরূ~আ-খিরাহূ লা'আল্লাহুম ইয়ারজি'ঊন । ৭৩ । ওয়া লা- তু'মিনূ~ইল্লা-

দিনের প্রারম্ভে এবং তা প্রত্যাখ্যান কর দিনের শেষভাগে । হয়ত তারা ফিরে আসবে । (৭৩) আর তোমরা বিশ্বাস কর না তাদেরকে ব্যতীত, যারা তোমাদের

لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ

লিমান্ তাবি'আ দীনাকুম ; ক্বুল ইন্নাল হুদা- হুদাল্লা-হি আই ইয়ু'তা~আহাদুম্ মিছ্‌লা

দ্বীনের অনুসরণ করে । আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই একমাত্র হিদায়াত । এসব কিছু এ কারণে যে, তোমরা যা লাভ করেছ তা অন্য কেউ

مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

মা~উতীতুম আও ইয়ুহা—জ্জুকুম 'ইন্দা রাব্বিকুম ; ক্বুল ইন্নাল ফাদ্বলা বিইয়াদিল্লা-হ, ইয়ু'তীহি

কেন লাভ করবে? অথবা, কেন তারা তোমাদের উপর বিজয়ী হবে, তোমাদের প্রতিপালকের সামনে? আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে।

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿৭৪﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو

মাই ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু ওয়া-সি'উন 'আলীম । ৭৪ । ইয়াখ্‌তাস্বস্বু বিরাহ্‌মাতিহী মাই ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু যুল্

তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন । আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ । (৭৪) আল্লাহ যাকে চান তাকে স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহ দানের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন । আল্লাহ মহা

الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿৭৫﴾ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ

ফাদ্বলিল 'আযীম । ৭৫ । ওয়া মিন্ আহ্‌লিল কিতা-বি মান ইন তা'মানহু বিক্বিন্‌ত্বা-রিই ইয়ুআদ্দিহী~ইলাইক,

অনুগ্রহশীল । (৭৫) কিতাবীগণের মধ্যে কতিপয় লোক এমনও আছে যদি তাদের কাছে বিপুল সম্পদও আমানত রাখা হয়, তবে তা (চাওয়ার সাথে সাথেই)

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ

ওয়া মিন্‌হুম্ মান্ ইন্ তা'মানহু বিদীনা-রিল লা-ইয়ুআদ্দিহী~ইলাইকা ইল্লা- মা- দুম্‌তা 'আলাইহি ক্বা—ইমা ; যা-লিকা

তোমাদের আদায় করে দিবে এবং কতিপয় লোক এমনও আছে তাদের কাছে যদি একটি দীনারও আমানত রাখা হয় তা তোমাদের ফেরৎ দিবে না, যে পর্যন্ত না

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

বিআন্নাহুম ক্বা-লূ লাইসা 'আলাইনা- ফিল উম্মিইয়্যীনা সাবীল, ওয়া ইয়াকূলূনা 'আলাল্লা-হিল কাযিবা

তুমি তাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাক । এটা এ জন্য যে, তারা বলে, নিরক্ষরদের হকের ব্যাপারে আমাদের উপর কোন বাধ্য বাধকতা নেই; এবং তারা জেনে-

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿৭৬﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

ওয়া হুম ইয়া'লামূন । ৭৬ । বালা- মান্ আওফা- বি'আহ্‌দিহী ওয়াত্তাক্বা- ফাইন্নাল্লা- হা ইয়ুহিব্বুল মুত্তাক্বীন।

শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। (৭৬) তবে হ্যাঁ, যে লোক নিজ অংগীকার পূর্ণ করে এবং পরহেজগারী অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

﴿৭৭﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ

৭৭ । ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াশ্‌তারূনা বি'আহদিল্লা-হি ওয়া আইমা-নিহিম ছামানান ক্বালীলান উলা—ইকা লা- খালা-ক্বা

(৭৭) নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার এবং নিজেদের শপথকে অতি নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের (সেখানকার নেয়ামতের)

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ

লাহুম ফিল আ-খিরাতি ওয়ালা- ইয়ুকাল্লিমুহুমুল্লা-হু ওয়ালা-ইয়ান্যুরু ইলাইহিম ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ওয়া লা-ইয়ুযাক্কীহিম

কোন অংশ মিলবে না এবং কিয়ামতে তাদের সাথে আল্লাহ কোন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ

ওয়া লাহুম 'আযা-বুন আলীম। ৭৮। ওয়া ইন্না মিন্হুম লাফারীক্বাই ইয়াল্উনা আল্সিনাতাহুম্ বিল্ কিতা-বি লিতাহ্সাবূহু

আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (৭৮) আর তাদের মধ্যে এমন একদল আছে, যারা তাদের কিতাব পাঠের সময় জিহ্বা বিকৃত করে। যাতে তোমরা

مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ

মিনাল কিতা-বি ওয়া মা- হুওয়া মিনাল কিতা-ব, ওয়া ইয়াক্বূলূনা হুওয়া মিন 'ইন্দিল্লা-হি ওয়া মা- হুওয়া মিন

ধারণা কর যে, উহাও কিতাবের অংশ। অথচ উহা কিতাবের অংশ নয়, এবং তারা বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। অথচ তা

عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ

'ইন্দিল্লা-হ; ওয়া ইয়াক্বূলূনা 'আলাল্লা-হিল কাযিবা ওয়া হুম ইয়া'লামূন। ৭৯। মা- কা-না লিবাশারিন্

আল্লাহর পক্ষ হতে আসেনি। এবং তারা জেনে-শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে। (৭৯) কোন মানুষের জন্য এটা শোভনীয়

أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي

আই ইয়ু'তিইয়াহুল্লা-হুল কিতা-বা ওয়াল্ হুক্মা ওয়ান্ নুবুওয়্যাতা ছুম্মা ইয়াক্বূলা লিন্না-সি কূনূ 'ইবা-দাল্লী

নয় যে, আল্লাহ তাঁকে কিতাব, হিকমত এবং নবুওয়াত দান করেছেন, অতঃপর সে মানুষের কাছে বলবে, তোমরা আল্লাহকে

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ

মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়া লা-কিন্ কূনূ রাব্বানিয়্যীনা বিমা- কুন্তুম তু'আল্লিমূনাল কিতা-বা ওয়া বিমা- কুন্তুম

ছেড়ে দিয়ে আমার বান্দা হয়ে যাও, বরং সে বলবে, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও। কারণ তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং নিজেরা

تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا

তাদ্রুসূন। ৮০। ওয়া লা- ইয়া'মুরাকুম আন্ তাত্তাখিযুল মালা—ইকাতা ওয়ান্ নাবিইয়্যীনা আরবা-বা ;

তা পাঠ করতে। (৮০) আর তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশও দিবেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলিম

ع ৮ ১৬ রুকূ

أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ

আইয়া'মুরুকুম বিলকুফ্রি বা'দা ইয্ আন্তুম মুস্লিমূন। ৮১। ওয়া ইয্ আখাযাল্লা-হু মীছা-ক্বান্ নাবিইয়্যীনা

হওয়া সত্ত্বেও কি তিনি তোমাদেরকে কুফরীর হুকুম দিবেন? (৮১) স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তায়ালা নবীদের থেকে অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে

لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ

লামা~আ-তাইতুকুম্ মিন কিতা-বিওঁ ওয়া হিক্মাতিন ছুম্মা জা—আকুম রাসূলুম্ মুস্বাদ্দিকুল্ লিমা- মা'আকুম

কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি এরপর যখন একজন রাসূল তোমাদের কাছে আসবে, যিনি সমর্থনকারী তোমাদের কাছে যা আছে তার, তখন অবশ্যই

لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ

লাতু'মিন্নুন্না বিহী ওয়া লাতানস্বরুন্নাহ; ক্বা-লা আ আক্বরার্তুম ওয়া আখায্তুম 'আলা- যা-লিকুম ইস্বরী ;

তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সাহায্য করবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এর উপর আমার অংগীকার গ্রহণ করলে?

قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۸۲﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ

ক্বালূ~আক্বরার্না ; ক্বা-লা ফাশ্হাদূ ওয়া আনা মা'আকুম্ মিনাশ্ শা-হিদীন। ৮২। ফামান তাওয়াল্লা- বা'দা

তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। (৮২) এরপর যারা ফিরে যাবে

ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۸۳﴾ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ

যা-লিকা ফাউলা—ইকা হুমুল ফা-সিক্বূন। ৮৩। আফাগাইরা দীনিল্লা-হি ইয়াবগূনা ওয়া লাহূ~আস্লামা

তারা সত্যত্যাগী। (৮৩) তারা কি আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন পথ কামনা করছে? অথচ আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে সবকিছুই তাঁর কাছে স্বেচ্ছায়

مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿۸۴﴾ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ

মান ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ত্বাও'আওঁ ওয়া কারহাওঁ ওয়া ইলাইহি ইয়ুরজা'উন। ৮৪। ক্বুল আ-মান্না- বিল্লা-হি

বা অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে সব ফিরে যাবে। (৮৪) আপনি বলে দিন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর

وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

ওয়ামা~উন্যিলা 'আলাইনা- ওয়ামা~উন্যিলা 'আলা~ইবরা-হীমা ওয়া ইসমা-'ঈলা ওয়া ইসহা-ক্বা ওয়া ইয়া'ক্বুবা

এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইছহাক ও ইয়াকুব (আ) এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এবং

وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ

ওয়াল্ আস্বা-ত্বি ওয়া মা~উতিইয়া মূসা- ওয়া 'ঈসা- ওয়ান্ নাবিয়্যূনা মির রাব্বিহিম, লা- নুফার্রিক্ব বাইনা

ঈমান এনেছি তার উপরও যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসা (আ) এবং অন্যান্য নবী রাসূলগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۴﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ

আহ্বাদিম্ মিন্হুম, ওয়া নাহ্নু লাহূ মুস্লিমূন। ৮৫। ওয়া মাই ইয়াব্তাগি গাইরাল ইস্লা-মি দীনান ফালাই

আমরা তাদের মধ্যে কাউকে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই অনুগত। (৮৫) আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন কামনা করলে তা তার থেকে

يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا

ইয়ুক্বাবালা মিন্হু, ওয়া হুওয়া ফিল্ আ-খিরাতি মিনাল খা-সিরীন। ৮৬। কাইফা ইয়াহ্দিল্লা-হু ক্বাওমান্

কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৬) কিভাবে আল্লাহ সে জাতিকে হেদায়াত করবেন?

○ টীকা (আঃ ৮৩) ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, নবী ও উম্মত সকলের নিকট হতেই প্রতিশ্রুতি লওয়া হয়েছে। অথচ এ আয়াতে কেবল উম্মতকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। এর কারণ, কোন পয়গাম্বর কর্তৃক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সম্ভব নয়, সুতরাং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীরা সকলেই উম্মত ছিল। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৮৬) ঃ كيف يهدى الله.....غفور رحيم - ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আনসারদের একটি লোক ইসলাম ত্যাগ করে মুশরিকদের সংগে যোগ দেয়। পরে অনুশোচিত হয়ে তার গোত্রের এক লোক পাঠিয়ে হুযুর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করল যে, সে তাওবা করে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে কি? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ط

কাফারূ বা'দা ঈমা-নিহিম ওয়া শাহিদূ~আন্নার্ রাসূলা হাক্কুকুঁও ওয়া জ্বা—আহুমুল বাইয়িনা-ত ;
যারা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেল। অথচ তারা এর সাক্ষী ছিল যে, রাসূল সত্য এবং তাদের কাছে এসেছে সুস্পষ্ট নিদর্শন।

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ

ওয়াল্লা-হু লা-ইয়াহ্দিল ক্বাওমায য্বা-লিমীন। ৮৭। উলা—ইকা জ্বাযা—উহুম আন্না 'আলাইহিম লা'নাতাল্লা-হি
আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। (৮৭) এরূপ লোকের প্রতিফল হল– তাদের উপর লা'নত আল্লাহর,

وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ج لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

ওয়াল মালা—ইকাতি ওয়ান্ না-সি আজ্মা'ঈন। ৮৮। খা-লিদীনা ফীহা, লা- ইয়ুখাফ্ফাফু 'আনহুমুল 'আযা-বু
ফিরিশতাদের এবং সকল মানুষের। (৮৮) তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে। তাদের থেকে শাস্তি মোটেই হাল্কা করা হবে না এবং

وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا قف

ওয়া লা- হুম ইয়ুনযারূন। ৮৯। ইল্লাল্ লাযীনা তা-বূ মিম বা'দি যা-লিকা ওয়া আস্বলাহূ
তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে না। (৮৯) তবে যারা এরপর তওবা করে ও নিজদেরকে সংশোধন করে তাদের কথা ভিন্ন।

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا

ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম। ৯০। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ বা'দা ঈমা-নিহিম ছুম্মায্ দা-দূ
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯০) যারা ঈমান আনার পরে কাফির হয়েছে, তারপর

كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ج وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

কুফরাল্ লান তুক্ববালা তাওবাতুহুম, ওয়া উলা—ইকা হুমুদ্ব দ্বা—ল্লূন। ৯১। ইন্নাল্ লাযীনা কাফারূ
কুফরী কাজে অগ্রসর হতে থাকে, তাদের তওবা কখনই কবুল হবে না। এবং তারাই পথভ্রষ্ট। (৯১) নিশ্চয় যারা কাফির

وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا

ওয়া মা-তূ ওয়া হুম কুফ্ফা-রুন ফালাইঁ ইয়ুক্ববালা মিন্ আহ্বাদিহিম্ মিলউল্ আরদ্বি যাহাবাওঁ
হয়েছে এবং কাফির অবস্থায় মারা গেছে, কখনও গ্রহণ করা হবে না তাদের কারো থেকে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণও।

৯ ع ১৭ রুকূ

وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝ ع

ওয়া লাওয়িফ তাদা- বিহ ; উলা—ইকা লাহুম 'আযা-বুন আলীমুওঁ ওয়া মা- লাহুম মিন্ না-স্বিরীন।
যদিও তা বিনিময় হিসাবে প্রদান করে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও হবে না।

○ টীকা (আঃ ৮৮) ঃ লানতের মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে। অর্থাৎ, পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা এবং পরকালেও মহান আল্লাহর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।
○ টীকা (আঃ ৮৯) ঃ যারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আবার কাফের হয়ে গিয়েছে তাদেরকে 'মুরতাদ' বলে। মুরতাদ ব্যক্তির তওবা করার অর্থ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করা। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৯০) ঃ মুরতাদ ব্যক্তির পুনরায় ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত শুধু পাপ হতে তওবা করলে তা আল্লাহর নিকট কখনো কবুল হবে না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৯১) ঃ এটা সুবিদিত যে, হাশরের মাঠে কারো নিকট স্বর্ণও থাকবে না। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, তার নিকট রাশি রাশি স্বর্ণ থাকবে, তবুও সে তদ্দারা উপকৃত হতে পারবে না। (বঃ কোঃ)